প্রলয়ের আলো

শ্রীস্বপন কুমার

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

সেপ্টেম্বর
১৯৮০
৭

ছেপেছেন—
বি, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লে
কলিকাতা—৯

মূল্য—
টা. ২·০০

প্রলয়ের আলো

এক

বিকেল সাড়ে ছ'টা।

প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তার গাড়িটা নিয়ে একটু বেড়াতে বের হবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।

এমন সময় ক্রিং···ক্রিং···

ওপরের ঘরে শোনা গেল টেলিফোনের শব্দ।

দীপকের সহকারী রতনলাল টেলিফোন ধরল দোতলার ঘরে বসে।

টেলিফোনের শব্দ দীপকের কানেও এসেছিল। তাই সে আর বের হতে চাইল না। একটু থেকে বের হওয়াই তার পক্ষে ভালো। দেখা যাক টেলিফোনটা আবার তার জন্যে কী বার্তা বহন করে এনেছে।

এক মিনিট পর।

রতনলাল নেমে এল একতলায়। গ্যারেজের সামনে দীপক চুপ করে দাঁড়িয়ে রতনলালকেই প্রত্যাশা করছিল।

—আজ আর বের হওয়া চলবে না বন্ধু।—হাসতে হাসতে রতনলাল বলে।

—কেন রে? হঠাৎ আবার কী হল?

—ঠিক জানি না। তবে আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর মিস্টার গুপ্ত দেখা করতে আসছেন।

—আসার কারণ কিছু বলেছেন কি?

—না। শুধু বললেন জরুরী ব্যাপার। অত্যন্ত আরজেন্ট। যেখানে যে অবস্থাতেই তুই থাকিস না কেন, তোকে তার এখুনি চাই।

www.boiRboi.blogspot.com

—বেশ আমি তাহলে একটু অপেক্ষা করি। তুই কি বলিস ?

—শুধু অপেক্ষা নয়, আমার মনে হয় নতুন কোন কেস হয়ত হাতে নিতে হবে। উঃ! কাজের পর আবার কাজ ? একটা কেস সল্‌ভ্‌ হওয়ার সাথে সাথে আর একটা এসে পড়ে ; এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেবার উপায় নেই !

দীপক হেসে বলে,—তা তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আমার বন্ধুর যেন অমর্যাদা না হয়।

—অমর্যাদার কথা আবার এলো কোথা থেকে ?

—মানে আমি বলছি কি, ভজুয়াকে বলে কিছু ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে রাখিস। মনে আছে তো, মিঃ গুপ্ত একটু ডিমের ভক্ত বেশী।

কথাটা শুনে রতন হোহো করে হেসে উঠল। তারপর বলল—হ্যাঁ, সেই-জন্যেই লালবাজারে অনেকে মিঃ গুপ্তকে এগ-গুপ্ত বলে ঠাট্টা করেন। আশ্চর্য, দিনে দশ পনেরটা ডিম উনি কেমন করে হজম করেন ?

দীপক বলে,—এ পৃথিবীতে অভ্যাস করলে হয় না কী ? অভ্যাসের জোরে মানুষ অফুরন্ত শক্তি আর সাহস পেতে পারে ; আর ও তো সামান্য ডিম হজম করা।

দুজনে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে পা বাড়ায়।

এর ঠিক পঁচিশ মিনিট পরের কথা।

ইতিমধ্যে দোতলায় পরিপাটি করে সাজানো হল-ঘরে দীপক মিঃ গুপ্তকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল।

চাকর ভজুয়া দু প্লেট ডিম সেদ্ধ, চারটে ডিমের ডেভিল, মাংসের শিঙাড়া আর দু পেয়ালা চা দিয়ে গেল।

একসাথে এতগুলো ডিমের দর্শন পেয়ে খুবই খুশী হলেন মিঃ গুপ্ত।

www.boiRboi.blogspot.com

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ডিমগুলো শেষ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন,—এবার শুনুন আমার কাহিনী।

দীপক ও রতন মনোযোগ দিল মিঃ গুপ্তের কথায়।

মিঃ গুপ্ত বলতে শুরু করলেন,—অনেকদিন তো এ লাইনে আছেন মিস্টার চ্যাটার্জী কিন্তু দস্যু প্রলয় নামে কোন এক দুর্দান্ত দস্যুর নাম শুনেছেন কি?

দীপক চিন্তিত হল।

একটু ভেবে দীপক বলল,—দস্যু প্রলয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের নয় মিস্টার গুপ্ত। একজন ছদ্মবেশী দস্যুর সঙ্গে আমার কিছুদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু সেই দস্যুই আপনাদের দস্যু প্রলয় কিনা তা সঠিক বলতে পারব না।

মিঃ গুপ্ত হেসে বললেন,—এই দস্যু প্রলয় হচ্ছে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-সম্পন্ন একটি দস্যু। এর দলে যে কত লোক কাজ করে এবং এর ক্ষমতা যে কত বেশী, তা সঠিক বলতে পারব না। তবু আমরা একে ভয় করি।

এর পেছনে লোক লাগিয়েছি। বিখ্যাত গোয়েন্দারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই দস্যুকে অনুসরণ করছে, কিন্তু তবুও তারা এখনও একে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় নি।

—এর পূর্ব ইতিহাস কিছু জানেন?—দীপক প্রশ্ন করে।

—যেটুকু শুনেছি তাতে জানতে পেরেছি এই দস্যু এর আগে আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটা অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

—তারপর?

—তারপর রেঙ্গুনেও সে বেশ কিছুদিন সদলবলে কাজ করেছিল বলে শোনা যায়।

—কিন্তু দস্যু প্রলয়ই কি এর চিরদিনের পরিচয়?

www.boiRboi.blogspot.com

—না। এর আগে এ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি।

—প্রলয় নাম সে কতদিন গ্রহণ করেছে জানেন ?

—না। তবে এর বিষয়ে অনেক খুঁজে পেতে যে ইতিহাস সংগ্রহ করেছি তা সংক্ষেপে বলতে পারি।

দীপক হাতঘড়ির দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে বলল,—আমার হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে। বলুন। শোনা যাক আপনার কাহিনী।

মিঃ গুপ্ত বলতে থাকেন :—

—প্রলয় অন্য এক ছদ্মনাম নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অরাজক অঞ্চলে দীর্ঘদিন নির্বিঘ্নে ভয়াবহ গুণ্ডামি, খুন, রাহাজানি আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যায়। সবচেয়ে ইন্‌টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, দিনের বেলায় এদের দলের লোকেরা অনায়াসে অত্যন্ত ভালো মানুষের মত সাধারণ মানুষের সাথে মিশে থাকে। তারপর রাত নামার সঙ্গে সঙ্গেই এরা এদের সুপরিকল্পিত ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পথে এগিয়ে যায়।

—কিন্তু আজ পর্যন্ত এদের দলের কেউই কি ধরা পড়ে নি ?

—না। এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এমনভাবে ঘুরে বেড়ায় যে, এদের সহজে ধরা যায় না। আর দিনের বেলায় দলের সকলেই গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তাই কে যে এদের দলপতি পুলিস শত চেষ্টা করেও তার কোন হদিস পায় নি।

—কিন্তু প্রলয়ের বিষয়ে আপনি সম্প্রতি এত চিন্তিত কেন ?

—চিন্তার কারণ আছে দীপকবাবু।

—যথা ?

—কিছুদিন আগে ভারতীয় পুলিস জানতে পারে যে, প্রলয় নামধারী

www.boiRboi.blogspot.com

একটি দস্যু তার দলবল নিয়ে উত্তর প্রদেশে হানা দিয়েছিল। সেখান থেকে পুলিসের তাড়া খেয়ে ওরা চলে আসে বিহারে। ওখানে নয় মাসে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেছে ওরা। কোলকাতা পুলিসের গুপ্ত বিভাগের ধারণা এই যে ওরা হয়ত অতি শীঘ্রই কোলকাতার বুকে হানা দেবে।

—কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো পায় নি……

—প্রমাণ না পেলেও আমাদের কাজ চালাতেই হবে, মিস্টার চ্যাটার্জী। ওরা সারা ভারতের বুকে এমন ভয়, আতঙ্ক আর বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে যে এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন না করলে কারও বিরুদ্ধে এগোনো কত শক্ত, তা তো জানেন আপনি!

—জানি নিশ্চয়ই! কিন্তু ওপর থেকে ক্রমাগত এমন চাপ আসছে যে, আর বসে থাকা যায় না।

—আপনারা কি করতে চান, মিস্টার গুপ্ত?

—আমরা চাই কোলকাতার সমস্ত সন্দেহজনক এলাকাগুলো সার্চ করে দেখতে। কিন্তু এত অল্প সময়ে তা কী করে সম্ভব বলুন! কোলকাতায় তো আর দুটো-একটা সন্দেহজনক জায়গা নেই—ক্রিমিন্যালস্ ডেন্ আছে প্রায় শ' খানেক।

—আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না, মিস্টার গুপ্ত?

—কী কাজ, বলুন?

—আমরা সব দিক থেকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকব যে, কোথাও কোন অঘটন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের দু-একজন পাণ্ডাকে জালে আটকে ফেলতে পারব।

—কিন্তু এদের দলের পাণ্ডা মাত্র একজন।

www.boiRboi.blogspot.com

—কে সে ?

—দস্যু প্রলয়।

—কিন্তু তার পরিচয় তো আপনি এখনও কিছু জানেন না ?

—জানি না বলেই তো জানবার জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

—আমাকে কী করতে হবে, মিস্টার গুপ্ত ?

—আপনার কাজ হবে ওদের দলের সব গুপ্ত খবর সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করা।

—কিন্তু আমি কোন বিবরণই তো জানি না।

—হয়ত সবটাই একটা আতঙ্কের ফল। ভগবান করুন প্রলয়ের দল যেন কোলকাতায় না আসে।

দীপক হাসে মৃদু হাসি।

মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করেন,—আপনি হাসছেন কেন, মিস্টার চ্যাটার্জী।

—কারণ নিশ্চয়ই আছে।

—যথা ?

—আমার উপরে আপনি যে দায়িত্বের ভার অর্পণ করেছেন তার অর্থ হচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা।

—যা করতে একমাত্র আপনিই পারেন, সেই কাজই আপনাকে দিয়ে করাতে চাই, মিস্টার চ্যাটার্জী।

দীপক আবার হাসে রহস্যের হাসি। সে হাসির অর্থ হচ্ছে—দেখা যাক, অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে কী রহস্য লুকিয়ে আছে !

www.boiRboi.blogspot.com

দুই

বিখ্যাত ধনী রায়বাহাদুর শ্যামল সেন অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন তাঁর বিডন ষ্ট্রীটস্থ বাড়িতে।

কিছুদিন আগেই তিনি সেদিনের ডাকে পাওয়া কয়েকখানি চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখ পড়ল অদ্ভুত সরু একটা নীল রঙের খামের উপর।

সামান্য একটা খাম। কিন্তু তা যেন নিমেষের মধ্যে শুষে নিল তাঁর মুখের সবটুকু রক্ত।

খামের কোণে আঁকা একটি প্রজাপতির ছবি। সাধারণ যে কোন লোক প্রজাপতিটা দেখে মনে করবে এটা বোধহয় কোন বিয়ের চিঠি।

কিন্তু একমাত্র রায়বাহাদুর জানেন এর মধ্যে কী আছে। এটা যে বিখ্যাত দস্যু প্রলয়ের চিঠি, তা বুঝতে তাঁর মোটেই কষ্ট হয় না। তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা তাঁকে মনে করিয়ে দেয় যে এ সেই অদৃশ্য দস্যু প্রলয়ের লেখা।

ছুরি দিয়ে খামটা কেটে ভেতরের চিঠিটা বের করে নিলেন তিনি।

সামান্য কয়েকটি লাইন মাত্র লেখা, কিন্তু তাতেই যেন তাঁর মধ্যে এনে দিল একটা অদ্ভুত পরিবর্তন।

ধীরে ধীরে তাঁর মুখের মাংসপেশী কঠিন হয়ে উঠল। অগ্নিগোলকের মত জ্বলতে লাগল তাঁর চোখ দুটি।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত।

তারপরেই চিঠিটা মেঝের উপর ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—না না, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব। এ অসম্ভব।

প্রাণপণে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করে তিনি পাইপটা ধরালেন। কিন্তু আবার চোখ গিয়ে ঠিকরে পড়ল মেঝের উপরের চিঠিটার উপর।

আবার চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন রায়বাহাদুর।

www.boiRboi.blogspot.com

তাতে লেখা :—

প্রিয় প্রণয় নিয়োগী,

জীবনে অনেক অদ্ভুত কাজই তুমি করেছ। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে

চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন··· [পৃষ্ঠা ৯

তুমি নিজে। আজ তুমি নাম পালটে প্রাণপণে শ্যামল সেন হবার চেষ্টা করছ বটে, কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল তুমি করে বসেছ একটা জায়গায়।

তোমাকে চিনতে আমার কষ্ট হয় নি একটুও। আজ যদি আমি তোমার আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিই সকলের কাছে, তবে তোমার পুরোনো ঘৃণিত দিনের কথা স্মরণ করে সবাই আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

আজ যদি তুমি বিশ বছর আগেকার দিনে ফিরে যাও, তবে তোমার এত ঐশ্বর্য সব বৃথা প্রতিপন্ন হবে। লোকে জানবে তুমি ঘৃণিত, নীচ একটি খুনী মাত্র।

কিন্তু তাই কি তুমি চাও?

যদি এই ঘোর দুর্বিপাক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাও, তবে কিছু টাকা তোমায় খরচ করতেই হবে।

ভুলো না যে তোমার অন্য উপায়ে উপার্জিত অর্থে অনেক দীনদুঃখী দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচবে।

মাত্র বিশ হাজার টাকার খুচরো নোট একটা তাড়ায় বেঁধে আগামী পরশু রাত দেড়টার সময় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের পশ্চিম কোণে রেখে আসবে। তা হলেই তা আমার হস্তগত হবে।

তা না হলে তোমার নিস্তার নেই বন্ধু। পুলিসকে জানাতে গেলেই এই চিঠি তাদের দেখাতে হবে। তাহলে পুলিস জেনে ফেলবে তোমার পুরোনো পরিচয়। সুতরাং সে চেষ্টা কোরো না।

এখন নিজের যা ভালো মনে হয় করো। আর একটা কথা, তোমার পুরোনো পরিচয় প্রমাণ করবার ক্ষমতাও আমার আছে। ইতি—

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী

প্রলয়।

www.boiRboi.blogspot.com

রায়বাহাদুরের হাত দুখানা কাঁপতে লাগল।

বিশ বছর পরে কালের হাতের স্পর্শে আজ তাঁর দেহের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে যে, কেউ কোনদিন তাঁকে দেখে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে পারবে না যে, তিনিই অতীত দিনের প্রণয় নিয়োগী।

কিন্তু তবুও কী করে ওরা জানতে পারল তাঁর পুরোনো দিনের কাহিনী? কী করে আজ এ সম্ভব হয়েছে? তবে কি এই দস্যু প্রলয় সত্যি কোন মায়াবী বা জাদুকর?

রায়বাহাদুর তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালেন একটা আয়নার সামনে। সমালোচকের দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাকালেন নিজের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের দিকে।

নাঃ, সম্পূর্ণ অন্য লোক আজ তিনি। পেশীবহুল দেহেও যথেষ্ট পরিবর্তন। মাথায় টাক। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। রগের কাছে চুল পাকতে শুরু করেছে। অদ্ভুত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রৌঢ় তিনি আজ।

দরজায় খিল এঁটে একটা ড্রয়ার থেকে টেনে বের করলেন তিনি একটা বহু পুরোনো বাক্স। তার ভিতর থেকে বের করলেন একজন তরুণ যুবকের ছবি। কিন্তু ঐ ছবির সাথে আজ আর তাঁর কোন মিল নেই।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। আজ আর কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে রায়বাহাদুর শ্যামল সেন স্বয়ং প্রণয় নিয়োগী।

ধীরে ধীরে আবার একবার চিঠিটা তুলে নিলেন তিনি। ভালো করে উলটে পালটে দেখতে লাগলেন সেটা।

নূতন কোন তথ্য আবিষ্কৃত হল না। খামের উপর শুধু বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসের সীল দেখা গেল।

সেইদিনই পোস্ট করা হয়েছে চিঠিটা।

www.boiRboi.blogspot.com

রায়বাহাদুর বুঝলেন পত্রপ্রেরক আশেপাশেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। কিন্তু কে সে?

ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠল বিরক্তির রেখা। কেউ নিশ্চয়ই বাজে চিঠি লিখে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। ওদিকে মন দিয়ে কোন লাভ নেই।

কিন্তু এ পৃথিবীতে কোন লোকই তো জানে না যে, তাঁর পূর্ব নাম ছিল প্রণয় নিয়োগী! তবে?

আর কে এই দস্যু প্রলয়?

এই কি সেই, যার সাথে উত্তরপ্রদেশে তাঁর একবার সংঘর্ষ হয়েছিল? হয়ত তাই।

আর যদি তা না হয় তবে এ চিঠি জাল। আবার ভাবতে শুরু করেন তিনি। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে তাঁর কপালে। তারপর এক সময় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন চিঠিটা।

তারপর উঠে ঘরের খিল খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়ে চাকর হরিকে ডেকে বললেন,—চা নিয়ে আয়।

হরি চা নিয়ে এসে রাখল টেবিলের ওপর। তারপর তাঁর হাতে তুলে দিল একখানা কাগজ। বলল,—বাবু, এইমাত্র একজন লোক এই কাগজখানা দিয়ে গেল। বলল যে, এটা নাকি আপনার জরুরী চিঠি।

বিস্মিত রায়বাহাদুর কাগজটি খুলে দেখলেন তাতেও একটা প্রজাপতির ছবি জলজল করছে।

ছবির নীচে লেখা—

প্রণয় নিয়োগী,

তুমি যতই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করো, আমার প্রাপ্য টাকা পুরোপুরি না পেলে তোমার নিস্তার নেই জেনো।

www.boiRboi.blogspot.com

মনে রেখো, আমার দৃষ্টি রয়েছে তোমার প্রতিটি কাজের ওপর—তোমার সব গতিবিধির ওপর।

এমন কি, তুমি কোন্ বেশে, কোথায় দাঁড়িয়ে কী করছো, তা পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগণ্ডির ভিতরে। এখনও শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি মান-সম্মান প্রতিপত্তি অর্থ নিয়ে বাঁচতে চাও, আমার সামান্য দাবিটি পূর্ণ কর।

আমার এই বিরাট সুসংবদ্ধ শক্তিকে যারা তুচ্ছ করে তারা তাদের ধ্বংসকে নিকটতম করে তোলে। ইতি—

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী

প্রলয়।

রায়বাহাদুর চাকরের উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠলেন,—যে লোকটা চিঠি দিয়ে গেল সে চলে গেল কোন্ পথে?

ভীত কণ্ঠে চাকর হরি বলল,—আজ্ঞে হুজুর সে ত চিঠিটা দিয়েই একটা সাইকেলে করে তখুনি চলে গেল।

রায়বাহাদুর চিৎকার করে কী যেন বলতে গেলেন—কিন্তু তাঁর মুখে স্বর ফুটল না।

ধপ্ করে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর দুচোখে যেন অকূল রাত নেমে এলো।

তিন

হোটেল প্যাস্চার।

চীনেপাড়ার অজস্র ঘোরানো পেঁচানো গলি গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে সংকীর্ণ একটা জীর্ণ গলিতেও যে একটা হোটেল থাকতে পারে এটা হয়ত অনেকে কল্পনাও করতে পারবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

তবু এটা সত্যি।

বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের কাছে এই হোটেলটি বেশ লোভনীয় একটি বাসস্থান। ক্ষুদ্র, অপরিসর, প্রায়-অন্ধকার গলির বাসিন্দাদের সাথে এই হোটেলের লোকগুলিও যেন অভিন্ন।

বহু পুরানো বাড়ি। চুন-বালি খসে খসে পড়ছে। দাঁত বের করে রয়েছে নোনাধরা ইটগুলো।

বাড়িটার নীচের তলায় অনেকগুলো দোকান ও গুদাম। উপরের তলায় এই হোটেলটি।

দোকানগুলোতে কোন খদ্দেরকে কখনও দেখা যায় না। তবে কী করে যে এদের দিন কাটে তা জানে না কেউ।

হোটেলটিতে নানা শ্রেণীর এবং নানা বর্ণের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিশ্রণ। যেন বিভিন্ন জাতির একটি সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনী। কিন্তু এদের মধ্যে কে যে কি করে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

আর মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কী?

এ বিরাট হোটেলের কোন গোপন কক্ষে যে কে বাস করে, সে সম্বন্ধে ধারণা করাও সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত।

হোটেলের নয় নম্বর ঘরে রাত সাড়ে বারোটার সময় গল্পের যবনিকা উঠল।

ঢং করে বেজে উঠল একটা সময় নির্দেশক ঘণ্টা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উপস্থিত প্রায় পনের জন লোক উঠে দাঁড়াল। সজোরে টিপল দেওয়ালের সঙ্গে দণ্ডায়মান একটা কাঠের পুতুলের ঠিক মাঝের অংশটা।

ক্রি—ক্রি—ক্রি—ক্রিং……

বিচিত্র শব্দ।

www.boiRboi.blogspot.com

দেখতে দেখতে সরে গেল ঘরের মেঝের কিছুটা অংশ। দেখা গেল বিরাট লম্বা একটা সুড়ঙ্গপথ। কিন্তু তা যে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

সুড়ঙ্গপথটিতে ঘোরানো ঘোরানো একসার সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। নীচে—আরও নীচে। বুঝি পাতালের কোন অতল গহ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে এই পথ থেকে।

ভূগর্ভস্থ একটা কক্ষে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে। সেখানে অনেকগুলি বসবার আসন। একে একে সবাই বসে পড়ল।

সবাই স্তম্ভিত। বিস্ময়ে হতবাক্। বহুদিন পরে আবার তাদের ডাক এসেছে। তাদের অজ্ঞাতবাস করতে হবে না আর। কোন এক অন্ধকার ভাঙ্গা বাড়ির নিশাচর পাখিরা ডানা ঝাপটে উড়তে যাচ্ছে যেন। এবার শুরু হবে তাদের কর্ম। সাড়া দিতে হবে কাজের আহ্বানে। কিন্তু কী যে কাজ তা তারা এখনও জানে না।

ওদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তার গুঞ্জন উঠছিল। কিন্তু তা এত ধীরে যে বাইরের কোন লোকের কানে তা পৌঁছাবে না। ধীর কথাবার্তা শুনে শুধু মনে হচ্ছিল যে, এদের স্থির ধারণা, দেওয়ালেরও বুঝি কান আছে।

ওদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছে পুলিসের অতি পরিচিত মহাপ্রভু। অপর দু-একজন সম্বন্ধে যদিও পুলিস নীরব—তবুও জনসাধারণের কাছে বড় বেশী সন্দেহের পাত্র।

দেওয়ালের পিছন দিকে একটা বিরাট কালো পর্দার উপর আঁকা একটা প্রজাপতির বিরাট ছবি।

তার ঠিক নীচে চীনা হরফে যা লেখা তার অর্থ হচ্ছে—প্রলয়।

—ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং……

www.boiRboi.blogspot.com

বেজে উঠল একটা অদ্ভুত শব্দ। পাতাল জুড়ে যেন আবির্ভূত হল, সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে আবৃত, মুখে কালো মুখোশ পরা এক মূর্তি। ঘরের স্বল্প আলোয় মনে হচ্ছিল মূর্তিটির সারা দেহ যেন রোমাঞ্চ দিয়ে তৈরী। সে আবহাওয়াটার মাঝে কোলকাতা শহরের নামজাদা গুণ্ডা ব্ল্যাকমেলারদের বুকও কেমন যেন কেঁপে উঠল।

সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যে। এটা কারও নির্দেশে তারা করে নি, ভয় আর ভক্তি মিশে তাদের মনে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা যেন নিজেদের অজ্ঞাতেই কাজ করে চলেছিল।

কালো মূর্তিটি ধীরে ধীরে হাত নাড়ল। সবাই বসে পড়ল একে একে। ঘরের মধ্যে একটা সূঁচ পড়লেও বোধহয় তার শব্দ শোনা যেত, এমন শান্ত নীরবতা বিরাজ করছিল চারিদিকে।

সকলের একাগ্র দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ।

কর্কশ কণ্ঠে ভেসে এল কতকগুলো কথা—যা মনে অহেতুক একটা ভয় জাগায়। যা শুনে মনে হয়, যে কথাগুলো বলে চলেছে সে ভয়ানক—সে মূর্তিমতী বিভীষিকা। নির্মম। নিষ্ঠুর।

শোনা গেল—

বন্ধুগণ, বহুদিন পরে তোমাদের আমি ডাক দিয়েছি। নূতন কাজের জন্যই সমবেত করেছি তোমাদের। সে কাজ তোমাদের সামনে অপেক্ষা করছে।

এগিয়ে চলবে নিজেদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে। তোমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। কর্তব্য পালন করলে তার উপযুক্ত মর্যাদাকে তোমরা পাবে, এ বিষয়ে তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি। তোমরা জান, প্রলয় কোনদিন তার কথার খেলাপ করে না।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রলয়ের আলো

প্রলয় আজ আর বেঁচে নেই বলে অনেকে মনে করে। অনেকে ভাবছে, আমার কোলকাতায় আসার কথা মিথ্যা। তাদের ঘুম এবার ভাঙবে। তারা জানবে আমি বেঁচে আছি। আমি ধ্বংসের নেশায় উত্তাল হয়ে উঠেছি। আমার কর্মপদ্ধতি কোথাও এতটুকু বাধাপ্রাপ্ত হবে না কোনদিন।

শুনেছি প্রখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী আর পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টর মিস্টার গুপ্ত আমাকে ধরবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা জানে না যে, আমার বিপক্ষে যারা দাঁড়াবে তাদের কাজের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে।

দিকে দিকে আবার ছড়িয়ে পড়বে প্রলয়ের আতঙ্ক। মূর্খ পুলিস আর গোয়েন্দার দল আমার সন্ধানে মিথ্যা ঘোরাঘুরি করে মরবে!

কিন্তু আমার কেশাগ্র স্পর্শ করবার ক্ষমতা নেই কারও।

আর আমার কাজ হবে তাদের পাশে বসে তাদের কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলা। এবার থেকে প্রলয়ের নতুন অভিযান সুরু হবে কোলকাতার বুকে। আর তোমরা হবে আমার সে অভিযানের সহায়ক।

কিন্তু সাবধান বন্ধুগণ, বিশ্বাসঘাতকদের আমি একটিমাত্র শাস্তিই দিয়ে থাকি। সে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

এখন তোমাদের কী কাজ করতে হবে সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিই শোন।...

এরপর যেসব কথা সেখানে আলোচিত হতে লাগল তা শুনলে যে কোনও সভ্য মানুষের বুকই ভয়ে আঁতকে উঠবে। কিন্তু ওরা নির্বিকারভাবে সব কথা শুনে যেতে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

চার

খ্যাতনামা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী তার সহকারী রতনলালের সঙ্গে কথা বলছিল তার ড্রইংরুমে বসে।

সকাল সাড়ে আটটা।

হালকা হাওয়ার মৃদুস্পর্শে বাসন্তী আমেজ। শীতের দিন শেষ হয়েছে। বসন্ত আগতপ্রায়।

মিঠে রোদের সঙ্গে পাখির গান মিলে অকল্পনীয় আনন্দের আভাস।

রতনলাল বলল,—দীপক আজ পর্যন্ত তুই যে কয়টা কেসে হাত দিয়েছিস্, প্রায় প্রত্যেকটিতেই সফলতা লাভ করায় সবার নিশ্চিন্ত ধারণা যে, তুই হাত দিলেই যে কোনও রহস্যের সমাধান হতে বাধ্য।

দীপক হাসিমুখে বলে,—তুই ঠিক বলেছিস। ওরকম ধারণা অনেকেরই আছে বটে।

—কিন্তু এই প্রলয়ের বিষয়ে ত আজ পর্যন্ত নতুন কোন তথ্য তুই আবিষ্কার করতে পারলি না।

—কে বললে ?

—অবশ্য আমি তো কিছুই জানি না।

—তোর শোনার মত কিছু জানতে পারি নি বলে তোকে এখনও কিছু বলি নি।

—কী জেনেছিস বল না!

—কোলকাতা শহরের কতকগুলো নামকরা ক্রিমিন্যাল্‌স্ ডেনে পা দিয়েছিলাম আমি। তাদের সঙ্গে মিশে বেশী কিছু জানতে না পারলেও দু-একটা কথা জানতে পেরেছি।

www.boiRboi.blogspot.com

—যথা ?

—প্রথম কথা দস্যু প্রলয় কোলকাতার বুকে পা দিয়েছে, একথা ঠিক।

—কতদূর কাজ করেছে সে ?

—বিশেষ কিছু না। দুচারটে ভয় দেখানো চিঠি ছেড়েছে আর তার দলবলকে একত্রিত করে বড় বড় উপদেশ শুনিয়েছে।

—তার দলের কারও সঙ্গে তোর আলাপ আছে বোধহয় ?

—ঠিক ধরেছিস্।

—তাহলে তো কাজের অনেকটা সুবিধে হয়ে গেছে। তাই না ?

—অনেকটা। কিন্তু একটা বিষয়ে—

কথা শেষ হয় না।

বাইরে শোনা গেল অচেনা পদশব্দ। দীপক রতনের দিকে চেয়ে বলে উঠল,—অচেনা পদশব্দ শোনা যাচ্ছে মনে হল। বোধহয় কোন অচেনা বন্ধু।

তার কথার সত্যতা প্রমাণ করে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হলেন একজন অজানা ভদ্রলোক। মাথায় টাক। পরনে দামী স্যুট্। চোখে মুখে অপরিসীম ব্যস্ততার চাপ। চেহারা দেখে বেশ অভিজাত বলেই মনে হয়।

দীপক এবং রতন মুখ তুলে কোন কথা বলবার আগেই আগন্তুক ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বলে উঠলেন—আমাকে আপনি চেনেন না দীপকবাবু। তবে পরিচয় দিলে হয়ত চিনতে পারবেন। আমারই নাম রায়বাহাদুর শ্যামল সেন।

দীপক হেসে বলে,—ও হ্যাঁ, এবার আপনাকে চিনেছি! আপনার নাম শুনেছিলাম আগেই। আপনি বিডন স্ট্রীটে থাকেন, তাই না ?

ভদ্রলোক হেসে বলেন,—মনে রেখেছেন দেখছি। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও যে চেনেন, আশ্চর্য।

দীপক বলে,—না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। উঁচু মহলে আপনার

www.boiRboi.blogspot.com

বেশ নামডাক আছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনি কোন কারণে খুব বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া কখনো বিনা কারণে এ দরিদ্রের কুটিরে আপনার মত লোকের পদার্পণ হবে না, তা জানি। এখন যদি ধীরে সুস্থে জিরিয়ে নিয়ে কারণটি ব্যক্ত করেন তো বাধিত হই। অবশ্য আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব কিনা তা অনেকটা নির্ভর করছে ওই কারণটির উপর।

একটু থেমে দীপক আবার বলে,—দেখুন, একটা কথা আগে থেকেই বলে রাখি, রায়বাহাদুর। টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে কাজে নামাবেন একথা যদি আপনি ভেবে থাকেন তবে আপনি ভুল বুঝেছেন।

—কেন?

—কারণ হচ্ছে এই যে, আমি একজন ক্রিমিনোলজিস্ট ইন্ দি ট্রু সেন্স। ছোটখাট চুরি-বাটপাড়ি নিয়ে মাথা ঘামানো আমার পেশা নয়। কোন বড় ক্রাইম যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, কিংবা হবার উপক্রম হয়, সেইখানেই আমার দেখা পাবেন আপনি।

—বুঝেছি।

—যাক আপনার কেসটার বিষয়ে এবার আমাকে সংক্ষেপে বলুন।

রায়বাহাদুর বললেন,—ঠিক বলেছেন আপনি মিস্টার চ্যাটার্জী। এতদিন আপনার নামই কেবল শুনে এসেছি—আজ সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই হল উপযুক্ত লোকের মত কথা। এখন শুনুন সংক্ষেপে আমার কেসটি। মনে হয়, আপনি একবার শুনলে আমাকে নিশ্চয়ই এড়াতে চাইবেন না।

দীপকের কৌতূহল অনেকটা বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে সে বলে,—বলুন, আপনার কেসের বিষয়ে শোনা যাক।

www.boiRboi.blogspot.com

রায়বাহাদুর বলতে শুরু করলেন,—তিন দিন আগে সকালে অনেকগুলো চিঠি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি খামের ওপর প্রজাপতি আঁকা একখানা চিঠি পাই।

—চিঠির প্রেরক কে?

—প্রেরকের নাম শুধু লেখা আছে—প্রলয়।

—প্রলয়?

দীপক ও রতন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠে দীপক বলে,—তারপর?

—চিঠিতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। সাধারণ ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার ফন্দী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তবে অত সহজে ভয় পাবার ছেলে আমি নই। আমি চিঠিটাকে মামুলী মনে করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিই এবং ওটা নিয়ে মাথা ঘামানো বোকামি ভেবে ও বিষয়ে আর মাথা ঘামাই না।

কিন্তু তার কয়েক মিনিট পরেই পেলাম দ্বিতীয় চিঠি। আমার চাকরের হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল সে চিঠিটা।

—আপনি তখন কী করলেন?

—আমি কিছুই করলাম না তখন। ভাবলাম ওদের বিরুদ্ধে সব কথা পুলিসকে জানাব।

—এরা কি আপনার উপর নজর রেখেছিল?

—দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ে তো তাই মনে হল।

—তারপর?

—পরের ঘটনা কাল রাতে। সন্ধের পর খাওয়াদাওয়া করে আমি বাইরের বারান্দায় একটু পায়চারি করি। এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস। কালও ঠিক খাওয়াদাওয়ার পর একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

pathagoiRoi.blogspot.com

আমার মাথায় ছিল নাইট ক্যাপ ও পরনে নাইট ড্রেস। একটা রিভলভারের গর্জনে হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। ভয় পেয়ে চুপচাপ বসে পড়লাম আমি। দেখলাম ওপাশের রেলিং থেকে একজন লোক মাটিতে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে ছুটতে পথে গিয়ে পড়ল। তার সারা দেহ কালো পোশাকে আবৃত থাকায় তাকে চিনতে পারলাম না।

তারপর হঠাৎ নাইট ক্যাপটায় হাত দিয়ে দেখলাম গুলিটা টুপি ভেদ করে চলে গেছে। এটা মস্তবড় সৌভাগ্য বলতে হবে।

শয়তানের প্রথম চেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এরপর তারা সাফল্য অর্জন করবার চেষ্টা করবে। তাই সাহায্যের আশায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি দীপকবাবু। আশা করি নিরাশ হব না।

দীপক কোনও কথা না বলে অকস্মাৎ ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা নিয়ে জানলার দিকে লক্ষ্য করে একবার পিস্তল ছুড়ল।

প্রচণ্ড শব্দ। ধোঁয়া উঠল অনেকটা।

জানলার বাইরে শোনা গেল ধুপ করে একটা শব্দ।

তিনজনে বাইরে বেরিয়ে দেখল একজন লোক সাইকেলে করে পালিয়ে যাচ্ছে। তার অপস্রিয়মান মূর্তিটির দিকে চেয়ে রতন দীপককে জিজ্ঞাসা করল, —ওকে অনুসরণ করব নাকি?

দীপক হেসে বলে,—না থাক।

—কেন?

—ওসব ছোটখাট চুনোপুঁটিদের নিয়ে মাথা ঘামালে আমার আসল লক্ষ্য যারা তারা সাবধান হয়ে যাবে।

তারপর দীপক ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুরকে লক্ষ্য করে বলে;—আপনার কেস

www.boiRboi.blogspot.com

আমি গ্রহণ করলাম, রায়বাহাদুর। প্রলয়ের সাথে আমার সংঘাত শুরু হল। জানি না এর শেষ কবে হবে।

রায়বাহাদুর উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে বললেন,—ধন্যবাদ, দীপকবাবু। এই জন্যেই আমি পুলিসের কাছে না গিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। আমি জানি আপনি পুলিসের চেয়ে অনেক বেশী কর্মক্ষম। আর আপনি কাজে নামলে প্রলয়ের নজরে তা পড়বে না।

দীপক একটু থেমে বলল,—কিন্তু আমার বন্ধুদের নজর অনেক আগেই পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। ওদের নজর এড়ানো সত্যিই খুব কঠিন।

এমন সময় ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

ভেসে এল অপরিচিত এক কণ্ঠস্বর,—হ্যাঁ বন্ধু, ঠিকই বলেছ তুমি। আমার নজর এড়ানো সত্যিই খুব কঠিন। তুমি রায়বাহাদুরের কেস গ্রহণ করেছ জেনে খুব খুশী হলাম।

কিন্তু একটা কথা মনে রেখো বন্ধু। আমার একজন অনুচরকে ভয় দেখিয়ে কী হবে? আমার অনুচর ছড়িয়ে আছে সারা ভারতের প্রতিটি কোণে। আমার শক্তির কাছে তুমি যে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ তা আমি প্রমাণ করে দেব। তুমি মনে রেখো, তোমার চোখের সামনেই রায়বাহাদুরের ওপর নেমে আসবে আমার অমোঘ দণ্ড। এরপর আমার বিজয় রথ এগিয়ে যাবে। একের পর এক চলবে আমার বিজয় অভিযান। তুমি কেন, সারা কোলকাতার পুলিস বিভাগেরও ক্ষমতা নেই যে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। বুঝেছ মূর্খ?

কথা শেষ হয় না।

দীপক হেসে ওঠে প্রচণ্ড অট্টহাসি,—হা—হা—হা···

তারের ওধার থেকে ভেসে আসে,—হাসছ যে?

www.boiRboi.blogspot.com

দীপক দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—এর আগেও আরও অনেক বড় বড় দস্যুসর্দার তাদের ক্ষমতাকে অজেয় মনে করেছিল প্রলয়। কিন্তু তাদের গর্বকে আমি খর্ব করেছি। মনে রেখো দীপক চ্যাটার্জী পেছোতে জানে না। আজ যে যুদ্ধ ঘোষিত হল তাতে হয় তোমার জয় নয় আমার। দেখা যাক, নিয়তি কার কপালে এঁকে দেয় সে জয়টিকা।

দীপক টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখে।

অপারিসীম উত্তেজনায় তার সারা মুখখানা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল তখন।

পাঁচ

সেদিন বিকেল।

দীপক বাড়ি থেকে বের হবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় হঠাৎ একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল তার বাড়ির সামনে।

রতন আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই দীপক নীচে নেমে এল আগন্তুককে অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

দীপক দেখে গাড়ি থেকে নামেন মিঃ গুপ্ত।

—কী খবর মিস্টার গুপ্ত।

—খুব জরুরী খবর।

—কী আবার হল হঠাৎ?

—চিঠি।

—দস্যু প্রলয়ের কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি আপনি?

—আমার কাছে হলেও তো ভাল ছিল। একেবারে খোদ পুলিস কমিশনার সাহেবের কাছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—আশ্চর্য! এ কথা ভাবতেও বিস্ময় জাগে সামান্য একজন দস্যুর ভয়ে কোলকাতার পুলিস বিভাগ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

—কিন্তু এতে দোষ কার বলুন?

—দোষ গুণ কিছুই নেই মিস্টার গুপ্ত। আমাদের এবার দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে। যাকগে কই দেখি কী চিঠি দিয়েছে এই প্রলয়।

মিঃ গুপ্ত একখানা ছোট খাম এগিয়ে দেন দীপকের হাতে। দীপক তা থেকে একটা ছোট চিঠি বের করে পড়তে থাকে।

তাতে লেখা:

প্রিয় পুলিস কমিশনার—

আমার নাম আপনারা হয়ত নিশ্চয়ই শুনেছেন। সারা ভারত জুড়ে আমি বিখ্যাত বা অখ্যাত। আমার নামে ভারতের বহু প্রদেশের পুলিস বিভাগ আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

সম্প্রতি আমি কোলকাতায় পা দিয়েছি। আমি জানি আমাকে জব্দ করবার জন্যে আপনারা অনেক আগে থেকেই বিশেষভাবে তৈরী হয়েছিলেন।

কিন্তু আমাকে ধরতে পারবেন কি?

না। কারণ আমার সম্বন্ধে কোন কিছু জানা আপনাদের ওই কর্তব্যবিমুখ, ভেড়ার পালরূপী পুলিস বা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ নয়।

তবে আপনারা যখন চেষ্টা করছেনই, তখন আমি আপনাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে ক্রমান্বয়ে আমার কাজ করে যাব। আমি দেখব কি করে আপনারা আমার কাজে বাধা দেন!

আমি এর আগেই কোলকাতা শহরের নামকরা ধনী রায়বাহাদুর শ্যামল সেনকে চিঠি লিখে তার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা দাবি করেছি।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু সে আমার কথা অগ্রাহ্য করে কোলকাতার নামকরা গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর কাছে সাহায্য চেয়েছে। তাই আমি আপনাকে চিঠি লিখছি।

দীপক চ্যাটার্জীর মত গোয়েন্দা আমার কাছে তৃণখণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আমি আপনাদের সকলকে প্রত্যক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ করলাম। যদি আপনাদের ক্ষমতা থাকে আপনারা আমাকে বাধা দিন।

আমি আগামীকাল বেলা ঠিক দশটার সময় সকলের সামনেই রায়বাহাদুরের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা গ্রহণ করব। আপনারা আমার কাজে বাধা দেবার জন্য যত খুশি লোক নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু তাতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।

এবার বুঝতে পারছেন তো আমার ক্ষমতা কতদূর প্রসারী। মনে রাখবেন কোলকাতা শহরের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে ছড়িয়ে আছে আমার লোক।

আজকের মত এখানেই শেষ করলাম। কাল দেখা হবে আবার মুখোমুখি। ইতি—

আপনাদের প্রীত্যর্থী

প্রলয়।

চিঠিটা পড়ে দীপক বলে,—প্রলয় যত ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, একটা ব্যাপারে সে অন্যান্য সাধারণ দস্যুর মতই।

—কী ব্যাপার, মিস্টার চ্যাটার্জী?

—প্রলয় অন্যান্য দস্যুদের মত নিজের ক্ষমতাকে প্রচার করতে ভালোবাসে।

—তাই তো দেখছি।

—কিন্তু অহংকারই পতনের মূল, জানেন তো?

www.boiRboi.blogspot.com

—একথা বলছেন কেন ?

—বলছি এই জন্যে যে, দেখবেন এই অহংকারের জন্যেই প্রলয়ের পতন অনিবার্য।

—কিন্তু এখন আমাদের কী করা উচিত ?

—আমরা যথারীতি এগিয়ে যাব। চলুন শ্যামলবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

—হ্যাঁ, তাই চলুন।

দুজনে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

ছয়

মিনিট কুড়ি পর।

দীপক আর মিঃ গুপ্তকে নিয়ে মোটরটা এসে থেমে যায় মিঃ শ্যামল সেনের বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে শ্যামলবাবুকে খবর দেবার পরই হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। আর মিঃ গুপ্তের দিকে নির্দেশ করে বলেন,—ওঁকে তো চিনতে পারলাম না মিস্টার চ্যাটার্জী।

দীপক পরিচয় করিয়ে দেয়,—ইনি হচ্ছেন কোলকাতার পুলিস বিভাগের খ্যাতনামা অফিসার—ইনস্পেক্টর গুপ্ত।

—নমস্কার।

—নমস্কার। আমাকে বিশেষ কারণেই দীপকবাবুর সাথে আপনার বাড়িতে আসতে হয়েছে।

—আমিও কারণ জানবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

www.boiRboi.blogspot.com

—ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। এই দস্যু প্রলয়ের ব্যাপারটা আর কি!

হোহো করে হেসে ওঠেন রায়বাহাদুর শ্যামল সেন,—আমি ওকে অতটা ভয় পাই না। প্রায় বারো বছর আগে আমার একবার ওর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

—কিন্তু আপনি কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন যে এ সেই দস্যু প্রলয়?

রায়বাহাদুর হেসে বলেন,—আমিও সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় নই মিস্টার গুপ্ত। তা ছাড়া ওই চিঠিটা জাল প্রলয় না আসল প্রলয়ের লেখা সে বিষয়েও স্থির নিশ্চয় নই।

—তাহলে দীপকবাবুর শরণ নিলেন কেন?

—সেটা অনেকটা ঘটনাচক্রের উপর নির্ভর করে বলতে পারেন, বিশেষ করে ওই গুলিটা লাগার পরে।

—আমাদের পুলিস মহলের ধারণা কিন্তু অন্য। তারা মনে করে এই প্রলয়ই সেই দস্যু প্রলয়।

—তাহলে অবশ্য ভয়ের কথা।

—হ্যাঁ, সেইজন্যে আমরা আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। এখানে আসবার আরও একটা কারণ আছে।

—যথা?

—দস্যু প্রলয় পুলিস কমিশনারকে চ্যালেঞ্জ করে একটা চিঠি দিয়েছে যে আগামীকাল বেলা দশটার সময় সে আপনার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নেবে।

রায়বাহাদুরের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করে।

সেদিকে দৃষ্টি রেখে মিঃ গুপ্ত বলেন,—আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করবো আপনার টাকা রক্ষা করবার। এ বিষয়ে আমার আর একটু প্রশ্ন করবার আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—বলুন।

—আপনার কাছে কি এখন বিশ হাজার টাকা আছে ?

—হ্যাঁ, ঠিক ওই পরিমাণ টাকাই আমি কাল ব্যাঙ্ক থেকে বাড়িতে এনে রেখেছি। কিন্তু ওরা তা জানলো কী করে ?

মিঃ গুপ্ত হেসে বলেন,—সেটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা। কোলকাতার পুলিস দল যা জানতে পারে না, এই দস্যু প্রলয়ের দল তা জানতে পারে কী করে ?

বাধা দিয়ে দীপক বলে—কিন্তু এটা আপনি ভুল কথা বললেন, মিস্টার গুপ্ত।

—কেন বলুন তো ?

—কেন, প্রলয় তার চিঠিতেই তো সব কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে যে সব ডিপার্টমেণ্টে তার লোক আছে। অতএব ওই ব্যাঙ্কেও তার লোক থাকা কিছু অসম্ভব নয়। তাহলেই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কি। এই রহস্যের মূল সূত্র কোথায় ?

—এবার বুঝলাম, মিস্টার চ্যাটার্জী।

—যাক্ এবার রায়বাহাদুরের সাথে কথাবার্তা শেষ করে ফেলুন, মিস্টার গুপ্ত।

মিঃ গুপ্ত এবার রায়বাহাদুর শ্যামল সেনের দিকে চেয়ে বলেন,—তাহলে কাল আপনার সমস্ত বাড়িতে আমরা পুলিস গার্ড দেবার ব্যবস্থা করে দেব। আর একটা চামড়ার ব্যাগে করে আপনার টাকা আমরা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পাহারা দেব। দেখি কী করে দস্যু প্রলয় সেই টাকা নিতে সক্ষম হয়।

—বেশ তো। আপনারা কে কে থাকবেন ?

www.boiRboi.blogspot.com

—আমি আর দীপকবাবু তো থাকবই। তা ছাড়া থাকবে কোলকাতা পুলিস বিভাগের কয়েকজন নামকরা অফিসিয়্যাল। আর আর্মড্‌গার্ড যতগুলি সম্ভব রাখা হবে।

রায়বাহাদুর কয়েক মুহূর্ত কী চিন্তা করেন। তারপর বলেন,—তাহলে কী ফল হবে বলে আপনারা আশা করেন, মিস্টার গুপ্ত।

—তাহলে তো যা অসম্ভব বলে মনে করি, দেখি একজন সামান্য লোক কী করে তা সম্ভব করে। দেখাই যাক না কতদূর এদের ক্ষমতা।

রায়বাহাদুর আর কোন আপত্তি করেন না। তবে তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় তিনি যেন ওসব পুলিসের ঝামেলা পছন্দ করেন না।

সাত

পরদিন।

রায়বাহাদুর শ্যামল সেনের বিডন স্ট্রীটের বাড়িটা পুলিসের বিরাট বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা ও বেরিয়ে আসা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পুলিশ প্রতিটি লোককে সার্চ করে নানা প্রশ্ন করে সন্দেহমুক্ত হয়ে তবে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে।

উপরের ঘরে দীপক ও মিস্টার জোন্স আর মিস্টার গুপ্ত এবং দুজন সশস্ত্র আর্মডগার্ড্ টেবিলের উপর রাখা বিশ হাজার টাকার একটা চামড়ার ব্যাগের সামনে বসে আছে।

দীপক রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে বলে, আজ পরীক্ষা হবে দস্যু প্রলয়ের শক্তি বেশী না পুলিস বাহিনীর শক্তি বেশী।

www.boiRboi.blogspot.com

রায়বাহাদুর হেসে বলেন,—জানেন তো, একটা কথা আছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। এও ঠিক তেমনি। যুদ্ধ হচ্ছে পুলিসের সাথে দস্যু প্রলয়ের, মাঝখান থেকে আমাদের মতো গরিবদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

মিঃ জোন্স বলেন,—আপনাদের এ বাড়াবাড়ি আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছি না, মিস্টার গুপ্ত। সামান্য একটা ডাকাতের জন্য আপনারা সদলে তার জন্য পাহারা দিতে এলেন।

মিঃ গুপ্ত হেসে বলেন,—প্রলয়ের অতীত ইতিহাস জানলে তাকে এমনি অবহেলা করতেন না, মিস্টার জোন্স।

—কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই জনসাধারণ এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা আপনার এ কাজকে সমর্থন করবে না। তারা বলবে সামান্য একটা ডাকাতের ভয়ে সারা লালবাজারের লোক এসে জড়ো হয়েছে।

মিঃ গুপ্ত হেসে বলেন,—প্রলয় সম্পর্কে সব জানলে আপনার মনে সংশয় জাগত যে তার চ্যালেঞ্জ আমরা রাখতে পারব কি না।

মিঃ জোন্স রেগে উঠে বলেন,—এরকম ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নিয়ে কাজ করলে চিরদিনই আপনাকে হার স্বীকার করেই যেতে হবে মিস্টার গুপ্ত।

—ভাল কথা, আপনি তো আজ রয়েছেন। আর আপনার যথেষ্ট সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সও আছে। দেখা যাক না কতদূর কী করতে পারেন। অবশ্য ভগবান যদি মুখ রক্ষা করেন তবে আপনার সুনামও বৃদ্ধি পাবে।

দীপক এদের দুজনের কথা কাটাকাটিতে বেশ আনন্দ উপভোগ করছিল—সে বলে,—কিন্তু নটা তো বেজে গেছে। আশা করা যায় আর একঘণ্টাও ভালো করে কাটবে।

ঢং ঢং……

www.boiRboi.blogspot.com

বেলা ঠিক দশটা বাজল।

মিঃ গুপ্ত বললেন,—কী ব্যাপার? তাহলে সবটাই কি আমাদের বৃথা পরিশ্রম হল?

মিঃ জোন্স তার উত্তরে কী একটা অপ্রাসঙ্গিক রসিকতা করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল প্রচণ্ড শব্দ।

বুম্ বুম্……

সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। এক হাত দূরের জিনিসটাও দেখা যায় না।

ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল টেবিলের উপর চামড়ার ব্যাগটা নেই!

মিঃ গুপ্ত বললেন,—সবই যে ঘটে গেল নিমিষের মধ্যে।

দীপক বলল,—স্মোক্ বম্বে এরা আমাদের বড্ড ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি স্মোক্ বম্ব ওরা পেল কোথায়?

—দস্যু প্রলয় কি আর ওইগুলো তৈরির ফরমূলা জানে না ভেবেছেন?

—হয়তো জানে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এরা ভিতরে ঢুকল কোন্ পথে। দরজায় তো সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ গুপ্ত মিঃ জোন্সের দিকে তাকিয়ে বলেন,—যান মিস্টার জোন্স এখন এই শেষ কাজটুকু করুন। কী করে প্রলয়ের লোক এখানে ঢুকল তার খোঁজ নিনগে যান।

মিঃ জোন্স নীচে নেমে আসেন। দীপক ও মিঃ গুপ্তও নেমে আসেন তাঁর সাথে সাথে।

মিঃ জোন্স প্রশ্ন করেন জনৈক পুলিস সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে,—ভেতরে এদের লোক ঢুকল কেমন করে?

—এদের লোক? সে কী স্যার? পুলিস কমিশনার ছাড়া আর তো কেউ ওর ভেতরে যায় নি।

www.boiRboi.blogspot.com

—কমিশনার সাহেব ?

—হ্যাঁ। তিনি ভেতরে গেলেন। তারপর শব্দ হতেই ভেতর থেকে

সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। [পৃষ্ঠা ৩৩

বেরিয়ে এসে বললেন,—দস্যুরা কোথা থেকে বোমা ছুঁড়ছে তাই দেখতে যাচ্ছি। বলে তিনি চলে গেলেন। আর আসেন নি।

দীপক হোহো করে হেসে ওঠে কথাটা শুনে।

—হাসছেন কেন মিস্টার চ্যাটার্জী?—মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করেন।

—হাসছি এদের ক্ষমতা দেখে। শেষ পর্যন্ত পুলিস কমিশনারের ছদ্মবেশে ওদের অনুচর ভিতরে ঢুকেছিল।

সকলে হতাশভাবে তাকায় পরস্পরের দিকে। মিঃ গুপ্ত খালি বলেন,—কাল কাগজগুলো লাফালাফি করবে এমন একটা মজার খবর নিয়ে। উঃ কী মারাত্মক ব্যর্থতা আমাদের বরণ করতে হল!

—আর রায়বাহাদুর?—মিঃ জোন্স ফোড়ন কাটেন,—তাঁর এত টাকা এভাবে দস্যুর হাতে……

আট

এর পর তিন মাস চলে গেছে।

দস্যু প্রলয়ের কীর্তি কাহিনী এরপর খবরের কাগজের পৃষ্ঠাকে অনেকবার অলংকৃত করেছে। পুলিস তার কোন কিনারা করতে না পেরে ও কেসের ভার ছেড়ে দিয়েছে।

কেবল হাল ছাড়ে নি দীপক চ্যাটার্জী। বহুবার আড্ডায় হানা দিয়ে প্রলয়ের কাছাকাছি এসেছে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সব আয়োজন ব্যর্থ করে প্রলয় পালিয়েছে।

এরপর একদিন হঠাৎ প্রলয়ের অভিযান বন্ধ হয়ে গেল কোলকাতার বুকে। সে যে কোথায় অদৃশ্য হল তা কেউ জানতে পারল না।

www.boiRboi.blogspot.com

ইতিমধ্যে আর একদিকে যে অদ্ভুত কতকগুলি ঘটনা ঘটল তা নিয়েই আমাদের গল্প মোড় ফিরছে নূতন আবর্তে—

রায়বাহাদুর অনাদি সোমের বাড়িতে সেদিন মহা হুলস্থুল ব্যাপার। রায়বাহাদুরের শোবার ঘরের দরজার উপর বার বার করাঘাত শুরু হয়েছিল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন উত্তর নেই।

চিৎকার। কোলাহল। অজস্র লোকের জটলা। পরামর্শ শুরু হল কী করে দরজা ভেঙে ফেলা যায়।

অনেকে চলল পুলিসে খবর দিতে।

এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা জিনিস পড়ার শব্দ হল।

—কে? কে? দরজা খুলুন শিগগির……

বাইরের সকলে চিৎকার জুড়ে দিল।

দেওয়াল ঘড়িটা বাজল ঢং ঢং করে। রাত এগারোটা বেজে গেল। দরজা ভেঙে ফেলবার জন্য দমাদম আঘাত শুরু হল দরজার উপর।

একজন ছুটে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলে,—হ্যালো—পুট মি টু লালবাজার পুলিস হেড্ কোয়ার্টারস্…

শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে একটা খবর —রায়বাহাদুর অনাদি সোম হঠাৎ তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

ঝম ঝম শব্দে বাইরে বৃষ্টি নামল। অঝোরে ঝরতে থাকে প্রকৃতির ধারা। ঘন ঘন মেঘের গর্জন। সোনালী বিদ্যুতের চকিত ইশারা।

বাড়ির লোকের মুহুর্মুহুঃ আক্রমণের ফলে মড়মড় শব্দে দরজা ভেঙে পড়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

সকলে ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একসঙ্গে। সকলের কণ্ঠে একসঙ্গে ধ্বনিত হয়,—এ কি! এ যে অসম্ভব ব্যাপার!

ডাক্তারকে জরুরী কল দেওয়া হল।

ডাঃ বাসু রায়বাহাদুরের গায়ে হাত দিয়েই হতাশ মুখভঙ্গী করে বলেন,—হোপ্‌লেস্। হি ইজ স্টোন্ ডেড্। অনেকক্ষণ আগেই এঁর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যু···

দুটি মাত্র অক্ষর।

অথচ এই দুই অক্ষর সারা বাড়ির বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ডাঃ বাসু স্টেথিস্কোপটি পকেটে রেখে বললেন,—এটা অবশ্যই স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বিশ্বম্ভরবাবু।

—তার মানে?—রায়বাহাদুরের বড় ছেলে বিশ্বম্ভরবাবু প্রশ্ন করেন।

—মানে অতি সাধারণ। রায়বাহাদুরকে হত্যা করা হয়েছে।

—হত্যা, মানে খুন?···

—হ্যাঁ মিস্টার সোম। দিস্ ইজ এ কোল্ড ব্লাডেড ডেলিবারেট হোমিসাইড··· জানি না তাঁর এ মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

—তাহলে উপায়?

—পুলিসে জানান। আমি এ বিষয়ে স্বাভাবিক ডেথ্ সার্টিফিকেট দিতে পারব না।

ডাঃ বাসু টুপিটা তুলে মাথায় দেন। তারপর বলেন,—তাহলে আমি চলি বিশ্বম্ভরবাবু···

—বাবার মৃত্যুর কারণ কী তা তো বললেন না।

—পয়জনিং। বিষ দিয়ে এঁকে হত্যা করা হয়েছে।

—কোন্ উপায়ে?

www.boiRboi.blogspot.com

—এই দেখুন কাঁধের ডান দিকে একটা চিহ্ন। এটা হচ্ছে জমাটবাঁধা এক-ফোঁটা রক্তের দাগ। কী বিষ প্রবেশ করানো হয়েছে জানি না। পোস্ট মর্টেম করলে জানা যাবে।

ডাঃ বাসু বিদায় নেন।

বিশ্বম্ভরবাবু বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকেন ডাঃ বাসুর দিকে—তারপর বলেন,—আচ্ছা।

পাশের ঘরে গিয়ে তিনি পুলিসে ফোন করেন।

নয়

তারপর সেই চিরাচরিত প্রথায় তদন্ত শুরু হয়ে গেল। স্থানীয় থানার দারোগা মিঃ তালুকদার সংবাদ পেয়ে তাঁর জীপগাড়ি নিয়ে ছুটে এলেন। জোর তদন্ত শুরু হয়ে গেল। সারা বাড়িতে হইচই পড়ে গেল।

জবরদস্ত দারোগা বলে মিঃ তালুকদারের একটা সুনাম ছিল। তিনি তাঁর সুনাম বজায় রাখতে দলে দলে লোককে ধরে এনে জেরা করতে শুরু করে দিলেন। রায়বাহাদুরের মৃতদেহটা মর্গে পাঠানো হল।

রায়বাহাদুরের বড়ছেলে বিশ্বম্ভরবাবু মিঃ তালুকদারকে কী বলতে এসে ধমক খেলেন।

মিঃ তালুকদার বললেন,—যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হত তাহলে কিছু বলার ছিল না মশাই। কিন্তু এ হচ্ছে অস্বাভাবিক মৃত্যু। মানে সব কিছুর মধ্যেই একটা বিশেষত্ব আছে। আমাদের যা করবার তা আমাদের করতে দিন। আমাদের কাজের ক্ষতি হলে আপনারা তার কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন না। শুনুন বিশ্বম্ভরবাবু, আগে বাড়ির সব লোককে এক এক করে জেরা করা

www.boiRboi.blogspot.com

হবে তার পরে অন্য কথা। আমি চাই আজকের মধ্যে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে।

—সে তো খুব ভালো কথা। আমিও চাই আমার বাবার হত্যাকারী ধরা পড়ে উপযুক্ত শাস্তি পাক।

—তাহলে বুঝতে পারছেন duty first মশাই···তারপর অন্য কিছু।

বিশ্বম্ভর এ কথার অন্য কোন উত্তর দিতে পারেন না।

রায়বাহাদুরের চার ছেলে, তিন মেয়ে।

বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মেজজন শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানে থাকে। অন্যজন থাকে বাবার কাছে। তার নাম শ্যামলী। স্বামীর নাম তপনকুমার। ছোট মেয়ে হ্যাপি অতি আধুনিকা। কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। এখনও বিয়ে হয় নি, তবে তার একজন সহপাঠী তার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে যাতায়াত করে। তার নাম বিমল।

চার ছেলের মধ্যে বড় বিশ্বম্ভর—বাবার কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। রায়-বাহাদুরের দ্বিতীয় অর্থাৎ মেজছেলে যদুনাথ দীর্ঘদিন আগে বাবার ব্যবসা দেখতে বোম্বাইতে থাকতে শুরু করেছিল। সে এখনও সেখানেই থাকে। সেজছেলে রাধানাথ বিলেতে গেছে উচ্চশিক্ষার জন্যে। মাঝে মাঝে তার প্রয়োজন মত টাকা পাঠাতেন রায়বাহাদুর। সম্প্রতি ওদেশ থেকে খবর এসেছিল, রাধানাথ নাকি ওদেশের একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিল।

কথাটা জানতে পেরে রায়বাহাদুর তাকে কড়া চিঠি লিখে সাবধান করে দেন। এ ধরনের খেয়াল খুশিকে যে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দেন না, সে কথাই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

রাধানাথ তার উত্তরে লিখেছিল যে তার বাবার ধারণা ভুল। শীঘ্রই সে দেশে ফিরছে। তার পড়াশুনা শেষ হয়ে গেছে।

চিঠি লেখার পর মাসাধিক হয়ে গেছে কিন্তু রাধানাথ আর দেশে ফেরে নি। এমন কি তার কোন চিঠিও পান নি রায়বাহাদুর। এ ব্যাপারে তিনি একটু বেশ চিন্তিত ছিলেন।

ছোটছেলে অমল ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ছোটবেলা থেকেই তার ছিল পলিটিক্সের নেশা। পলিটিক্সের আওতায় পড়ে অল্প বয়সেই যেসব ছেলেদের লেখাপড়া নষ্ট হয় অমল ছিল তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু লেখাপড়া সামান্য হলেও একটি গুণ তার ছিল। সে খুব ভাল বক্তা ছিল। দুবেলা খাওয়াদাওয়া ছাড়া বাড়ির সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

দক্ষিণ কোলকাতার লেফটিস্ট পার্টির লোকেরা সকলেই অমলের নাম জানতো ভালো করে। বড় বড় লেফটিস্ট মিটিং জমতই না অমলের বক্তৃতা ছাড়া। দু-একবার খবরের কাগজেও তার ছবি ছাপা হয়েছে। একবার সে জেলেও গিয়েছিল তিনদিনের জন্য।

তবে রায়বাহাদুরের যেন কী একটা দুর্বলতা ছিল এই ছোটছেলের ওপর। যখনই সে দশ বিশ টাকা দাবি করত তখনই সে অভাব তিনি পূরণ করতেন।

অমল অবশ্য সামান্য কথায় করুণ বা সলজ্জভাবে টাকা চাইত না কোনদিনই। সে টাকা দাবি করত বলা যেতে পারে। সে বলত,—দেশের গরিব দুঃখীরা যখন খেতে পাচ্ছে না তখন অত টাকা নিয়ে বিলাস করার কোন অধিকার তোমার নেই। কাজেই কিছু টাকা পার্টিফণ্ডে এক্ষুনি দান কর।

এই ব্যাপার নিয়েই দিন দু-তিন আগে অমলের সাথে কিছুটা বচসা

www.boiRboi.blogspot.com

হয়েছিল রায়বাহাদুরের। পার্টির বিশেষ একটা কাজে সে একশ টাকা চেয়েছিল রায়বাহাদুরের কাছে।

রায়বাহাদুর অমলের প্রস্তাব শুনে বেশ কিছুটা রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। এর আগে ছেলের দু-একটা খেয়ালকে হয়ত তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু দিনে দিনে তার আবদার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাকে আর আশ্রয় না দিয়ে শাসন করা উচিত।

রায়বাহাদুরের সাথে অমলের এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়। অমল তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলে,—এরকম করলে ভবিষ্যতে তার অনিষ্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

রায়বাহাদুর হাসিমুখে ছেলেকে বলেন,—এ বয়সে মাথাটা গরম থাকার জন্যে অনেকেই একথা বলে থাকে। তুমি পার্টির কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বসে থাক।

—আমি আপনার বাড়িতে থাকতে চাই না।

সেইদিনই অমল রায়বাহাদুরকে কোন কথা না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপর অনেকদিন সে এবাড়ির দিকে পা বাড়ায় নি। এমনকি সে কোথায় থাকত সে কথাটাও রায়বাহাদুর জানতে পারেন নি।

তারপর রায়বাহাদুরের মৃত্যুর আগের দিন ভোরে হঠাৎ অমল এবাড়িতে এসে উপস্থিত হল। রায়বাহাদুর তার সঙ্গে কোন কথা বলেন নি—অবশ্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও বলেন নি।

ছেলেমেয়ে ছাড়া রায়বাহাদুরের বাড়িতে থাকত তাঁর এক দূরসম্পর্কের ভাইপো বিলাস আর তার স্ত্রী কণিকা। কণিকার একটিমাত্র ছেলে—নাম অজিত। বয়স তার ষোলোর কাছাকাছি। রায়বাহাদুরের মেয়ে শ্যামলীরও একটি ছেলে আছে। তার নাম সরিৎ।

এছাড়া এবাড়িতে থাকে দুটি চাকর, দারোয়ান, ঝি অন্নদা, আর পাচকঠাকুর রঘুনাথ।

www.boiRboi.blogspot.com

দশ

পরদিন বেলা আটটা।

টেলিফোনের ঘন ঘন আর্তনাদ প্রখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জীকে চঞ্চল করে তুলল। এত সকালে কে আবার তাকে বিরক্ত করছে।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে দীপক গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে,—হ্যালো, চ্যাটার্জী স্পিকিং, আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন?

—আমি মিস্টার গুপ্ত কথা বলছি।

—গুড্ মরনিং মিস্টার গুপ্ত। তারপর খবর কী?

—খবর খুব সিরিয়াস। রায়বাহাদুর অনাদি সোমকে কে বা কারা তাঁর ঘরের ভিতর হত্যা করেছে। পুলিস মর্গে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে জানা গেল যে, মৃত্যু হয়েছে বিষের ক্রিয়ায়।

—এ মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোন তথ্য কি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে?

—তা এখনও জানা যায় নি। এমনকি কীভাবে যে হত্যাকারী তাঁকে হত্যা করল তাও বোঝা যাচ্ছে না।

—তার মানে?

—মানে মৃত্যুর পর জানালা দরজা সব বন্ধ ছিল। জানালা দুটোতে মোটা গরাদে দেওয়া। দরজা দুটোই ভেতর থেকে বন্ধ। তবুও কী করে যে তাঁকে হত্যা করল এবং হত্যাকারী গা-ঢাকা দিল তা আদৌ বোঝা যাচ্ছে না।

—তাহলে ক্রমশঃ কেসটার ভিতর অনেক জটিলতা দেখে আপনারা ঘাবড়ে গেছেন আর শেষ পর্যন্ত আমার শরণাপন্ন হয়েছেন।

—কথাটা ঠিক। আমি আশা করি আমাদের যা কিছু ভুল হয়েছে এই তদন্তের বিষয়ে, আপনি তা নিশ্চয়ই সল্‌ভ্ করতে পারবেন।

www.boiRboi.blogspot.com

—কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, এ কথাটা বোধহয় আপনার জানা আছে যে সমস্ত কাজের ভার আমার উপর ন্যস্ত করলে আমি তা গ্রহণ করি। তবে আমার প্রয়োজনে আমি আপনাদের সাহায্য নেব।

—সে কথা আমি ভালো করেই জানি মিস্টার চ্যাটার্জী। আপনি এক্ষুনি লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে চলে আসুন। আমি আপনার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আর একটা কথা—

—কী কথা—বলুন।

—পুলিস তরফ থেকে আমরা একটা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। রায়-বাহাদুরের হত্যাকারীকে যে গ্রেফতার করিয়ে দেবে সে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। আর আপনি এ কেসের তদন্তভার নিচ্ছেন বলে আপনার খরচ বাবদ এক হাজার টাকা অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা করেছি।

—ওসব আবার কেন করতে গেলেন, মিস্টার গুপ্ত?

—এটা আমাদের ডিউটি।

—আচ্ছা, তাহলে আমি এক্ষুনি আসছি।

আধ ঘণ্টা পর।

দীপকের গাড়ি এসে থামে লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টার্সের সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে গিয়ে মিঃ গুপ্তের সাথে দেখা করে দীপক। ও. সি. মিঃ তালুকদারও মিঃ গুপ্তের আহ্বানে লালবাজারে পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে এসে অপেক্ষা করছিলেন।

মিঃ গুপ্ত দীপকের সাথে মিঃ তালুকদারের পরিচয় করিয়ে দেন।

দীপক বলে,—কেসটার বিষয়ে মোটামুটি অনেকটা আমি মিস্টার গুপ্তের কাছে জানতে পেরেছি। এবার তদন্তের ব্যাপারে আপনি কতটা এগিয়েছেন তা জানতে চাই।

www.boiRboi.blogspot.com

—মোটামুটি সাধারণ তদন্ত দ্বারা আমি এগিয়েছিলাম, মিস্টার চ্যাটার্জী। বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু তবুও আসল খুনীর কোন হদিস পাই নি।

—আচ্ছা, দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায়ও কী করে একজন লোকের মৃত্যু হল এরই রহস্যের সমাধান করতে পেরেছেন কি?

—আজ্ঞে না।

—প্রথমে কার ওপর আপনার সন্দেহ কেন্দ্রীভূত হল মিস্টার তালুকদার?

—রায়বাহাদুরের ছোটছেলে অমলই বোধ হয় হত্যাকারী।

—এ ধারণার কারণ?

—বাবাকে ইতিপূর্বে সে ভয় দেখিয়েছিল এবং ঠিক হত্যার আগের দিন সে বাড়ী ফিরে আসে।

—তা থেকেই কি প্রমাণ করতে পারেন যে সে হত্যাকারী?

—ঠিক তা নয়, মিস্টার চ্যাটার্জী। কিন্তু সন্দেহটা অনিবার্য কারণে ওর উপর এসে পড়ে না কী?

—কতকটা অবশ্য তাই। তা ছাড়া এসব ব্যাপারে সন্দেহের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না।

—আমি অবশ্য আর কাউকেই সন্দেহ করতে পারি নি।

—যাক সে কথা, রায় বাহাদুরের মৃত্যু সম্পর্কে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি বলে?

—এই দেখুন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। মিঃ তালুকদার তাঁর জরুরী ফাইল থেকে রিপোর্টটা বের করে দিলেন।

দীপক পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা বেশ ভালো করে দেখে—ইন্‌স্ট্যাণ্টানিয়াস ডেথ ডিউ টু দি ইন্‌জেকশান্ অফ্ স্ট্রং মেটালিক পয়জন্।

দীপক রিপোর্টটা মিঃ তালুকদারের হাতে ফেরত দিতে দিতে বলে,—রায়বাহাদুর কি মৃত্যুর আগে কোন উইল করেছেন?

—হ্যাঁ। তাঁর বিষয় সম্পত্তি তিনি তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আজ বেলা দশটার সময় তাঁর অ্যাটর্নি মিস্টার চ্যাটার্জী উইলটা রায়বাহাদুরের আত্মীয়দের পড়ে শোনাবেন।

—তাঁরা এর আগে উইলের বিষয় কিছু জানতেন না?

—না, তাঁরা বলেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে অজ্ঞ। তবে আসলটা যে কী তা আমি জানি না।

—তাহলে এক কাজ করতে হবে মিস্টার তালুকদার। আজ বেলা দশটার সময় আমাদের একবার রায়বাহাদুরের বাড়িতে যেতে হবে। উইলের বিষয় আমাদেরও জানা দরকার। আর তদন্তের ব্যাপারে ওই উইল আমাদের খুব সাহায্য করবে।

—বেশ আমি সেই ব্যবস্থাই করছি।

—ধন্যবাদ।

মিঃ গুপ্ত ও মিঃ তালুকদারের সাথে করমর্দন করে দীপক উঠে দাঁড়ায়।

এগারো

রায়বাহাদুরের পরিবারের সকলে এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই হলঘরে জমায়েত হয়েছিল।

মেজছেলে ও মেজমেয়েই শুধু এঁদের সেই সভায় যোগ দিতে পারে নি। তাদেরও টেলিগ্রাম করা হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে তারা এসে পড়বে। সেজছেলে বিলাতে বাস করে বলে অনাবশ্যক ভেবে তাকে কোন খবর দেওয়া হয় নি।

অ্যাটর্নি মিঃ চ্যাটার্জী যথাসময়েই এ বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

মিঃ চ্যাটার্জী আসার সাথে সাথেই এ বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে যায়। সকলেই একটু সন্ত্রস্ত ও চকিত হয়ে ওঠে।

দীপক জানে যে, এসব ক্ষেত্রে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে যে কোন অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। সে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে প্রত্যেকটি লোকের গতিবিধি ও কার্যকলাপের ওপর নজর রাখছিল।

বিশ্বম্ভরবাবু সমস্ত আত্মীয়ের সাথে অ্যাটর্নি মিঃ চ্যাটার্জীর পরিচয় করিয়ে দেন। সবার শেষে মিঃ তালুকদার ও দীপকের সাথে তিনি পরিচিত হন।

তাদের দুজনকে দেখে তিনি বেশ সহজেই অনুমান করতে পারেন যে কেসটা বেশ জটিল। জটিলতাপূর্ণ মারাত্মক কেস না হলে পুলিস বিভাগের সঙ্গে খ্যাতনামা দীপক চ্যাটার্জী এখানে উপস্থিত থাকতেন না।

—আপনার সাথে আমার একটা কথা ছিল মিস্টার চ্যাটার্জী।—দীপক বলে।

—বলুন।

—যে সময়ে আপনি উইল পড়বেন, সে সময় বেশ একটু সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।

—তা ত নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা উইলের শর্তগুলি কী জানা আছে আপনার?

—না।

—কেন?

—উনি মৃত্যুর আগে একটা বড় লেফাপার ভিতর উইলটা পুরে সীলমোহর করে রেখেছিলেন। ওঁর মৃত্যুর আগে যাতে কেউ সেটা দেখতে না পায় আমাদের উপর এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

—বুঝেছি। এতে আমাদের কাজের সুবিধাই হল।

www.boiRboi.blogspot.com

—কেন ?

—হঠাৎ উইলের শর্ত শুনে কার মনের উপর সেটা কিরূপ কার্যকরী হল সেটা বোঝা যাবে। যাকগে এবার আপনি উইলটা পড়তে শুরু করুন।

উইলটা খুলে মিঃ চ্যাটার্জী পড়তে শুরু করলেন :

আজ কয়েকদিন ধরে কে বা কারা আমাকে গোপনে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। তাই মৃত্যুর আগে আমি ঘোষণা করছি, সেই অদৃশ্য আততায়ীকে যে গ্রেপ্তার করতে পারবে তাকে বিশ হাজার টাকা আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ ছাড়া আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যার দাম কম করে বিশ লক্ষ টাকার অনেক বেশী তা পাবে আমার দুই মেয়ে শ্যামলী ও হ্যাপি, ছেলে বিশ্বম্ভর ও ভাগনে তপন। এই চার ভাগে ভাগ করা হবে। আর মৃত্যুর আগে আমি যে ত্রিশ হাজার টাকা দামের রক্তহীরা তৈরি করেছি, যা শোবার ঘরে সিন্দুকে রয়েছে—

গুড়ুম! গুড়ুম!

রিভলভারের শব্দ আর ধোঁয়া।

ঝনঝন করে সার্সির কাঁচ ভেঙে গেল।

রিভলভারের শব্দে মিঃ চ্যাটার্জী উইল পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন,—কী ব্যাপার মিস্টার চ্যাটার্জী ?

—ব্যাপার অতি সাধারণ—দীপক হাসতে হাসতে বলে,—একটি ছায়া জানালার ওপার থেকে এ ঘরের প্রতিটি কথা শুনছিল। প্রতিটি কার্যকলাপের উপর নজর রাখছিল। আমি গুলি করবার পূর্ব্বেই সে মাথাটা নীচু করে নিয়ে এ যাত্রা আমার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

—কিন্তু ছায়ার পেছনে আসল কায়াটি কার ?

www.boiRboi.blogspot.com

—আই অ্যাম ইন দি ডার্ক, মিস্টার চ্যাটার্জী। তবে মনে হয় এ বাড়িরই কোন লোক।

—কিন্তু বাড়ির সব লোক তো এখানেই। আর যারা আসে নি তারা তো থাকে অনেক দূরে।

—কিন্তু আমি definite, মিস্টার চ্যাটার্জী, সে নিশ্চয় এ বাড়িটির প্রতিটি অংশের খবর রাখে।

—বাট হাউ?

—সেটা আমি জানি না। যাকগে তার আগে একটা বড় কাজ আছে। উইলের শেষ অংশে যে রক্তহীরার কথা আছে সেটার বিষয়ে কি করা যেতে পারে বলুন।

—কিন্তু সেটা কোথায়? এ বাড়ির সব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার কোন সন্ধান পাই নি।—বললেন বিশ্বম্ভরবাবু।

—সিন্দুক থেকে হীরা উধাও হয় নি নিশ্চয়ই।

—না, সিন্দুকে যে এটা থাকতে পারে তা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু সিন্দুক এখনও খোলা হয় নি।

—তবে চলুন, আগে সেটা দেখে আসি।

—সকলে মিলে রায়বাহাদুরের ঘরে গিয়ে সিন্দুক খুলে হতবাক্ হয়ে যায়। সিন্দুকে কোন হীরা পাওয়া যায় না।

এবার দীপক বলে,—হীরেটা যে সরিয়েছে সেই যে খুনী একথা আমি বলছি না তবে আমি আপনাদের বেশ কিছুটা সময় দিচ্ছি, আপনারা ইচ্ছে করলে হীরেটা আবার স্বস্থানে রেখে আসতে পারেন। আমি তাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। তাই আজ আপনারা কেউ এ ঘরে যাবেন না দয়া করে।

আর একটা কথা। রায়বাহাদুরের মৃত্যুর পর আপনারা যাঁরা এ বাড়িতে ছিলেন তাঁরা কেউই তদন্ত শেষ হবার আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন না। যদি

www.boiRboi.blogspot.com

কেউ চলে যান তবে তিনি যে খুনের সঙ্গে জড়িত এটাই প্রমাণিত হবে। আশা করি বিনা কারণে কেউ মিথ্যা সন্দেহকে নিজের সঙ্গে জড়িত করতে চাইবেন না। তাহলে এবেলার মত আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

দীপক উঠে দাঁড়ায়। সকলে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দীপক দ্রুত বেরিয়ে যায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জীপ গাড়িটার দিকে।

দীপকের নজর হঠাৎ আটকে যায় গাড়ির দিকে। সেখানে একটা সাদা কাগজ পিন দিয়ে আঁটা।

কাগজে স্পষ্ট হরফে লেখা :

প্রিয় ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী,

সত্যি আপনার অসাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির তারিফ করি। আপনি হীরা চোরকে ধরবার জন্য অনেকটা এগিয়েছেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি। এই নিয়ে আর যদি এগোবার চেষ্টা করেন তবে আপনি ভীষণ বিপদে পড়বেন।

মনে রাখবেন এটা হচ্ছে আমার আলটিমেটাম।

আশা করি কোন্ পথে চলতে হবে সেটা স্থির করবার মত বুদ্ধি আপনার আছে। ইতি—

আপনার পুরোনো বন্ধু।

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে দীপক বলে,—যত সব রাবিশ!

—আপনি ঠিকই বলেছেন মিস্টার চ্যাটার্জী।—মিঃ তালুকদার বলেন।

দীপক মৃদু হেসে বলে,—এ ক্রিমিন্যাল খুবই চতুর লোক সন্দেহ নেই—কিন্তু সে ভুলে গেছে যে আমিও রহস্যভেদী দীপক চ্যাটার্জী।

www.boiRboi.blogspot.com

বারো

বেলা পাঁচটার সময় দীপকের শেভ্রোলে মোটর এসে দাঁড়াল রায়বাহাদুরের বাড়ির সামনে। পরপর দুবার হর্ন বাজাবার পর একজন চাকর এসে সেলাম জানাল।

—বিশ্বম্ভরবাবু কোথায়?

—তিনি একটু বাইরে গেছেন।

—আর সবাই?

—চায়ের টেবিলে।

কথা শেষ হতে না হতেই রায়বাহাদুরের ছোটছেলে অমলকে দেখা গেল সেখানে।

—একি, দীপকবাবু যে, তারপর আপনার কাজ কতখানি এগোলো?

—অনেকখানি।

—তাই নাকি? হীরা চোরকে ধরতে পেরেছেন?

—পারি নি, তবে মোটামুটি আন্দাজ করেছি।

—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল দীপকবাবু।

—জানি।

—চলুন তবে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে আমাদের কথাবার্তা শেষ করি।

বাগানের ঘাসের উপর বসে দুজনে কথা শুরু করে।

—এবার তাহলে শুরু করুন অমলবাবু।

—হাঁ, প্রথম থেকেই আরম্ভ করছি আমি। দীপকবাবু, আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি আমিই সেই লোক—যে হীরাটা চুরি করেছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

—আপনি ?

—হ্যাঁ।

—আর আপনার বাবার হত্যাকারী ?

—জানি না আমি। সব জানালা দরজা বন্ধ অবস্থায় আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, বাইরে থেকে দরজার চাবি খুলবার যন্ত্রের সাহায্যে দরজা খুলে।

—কিন্তু কেন দরজা খুলেছিলেন ?

—হীরেটা চুরি করবার জন্যেই।

—বেশ, তারপর ?

—আমি চাবির ফাঁক অর্থাৎ keyhole দিয়ে দেখতে পাই যে, বাবা মেঝের উপর পড়ে আছেন। কিন্তু এটা যে একটা দুর্ঘটনা তা বুঝতে আমার দেরী হয় না। আমার তখন ভীষণ অবস্থা। যেমন করেই হোক টাকার যোগাড় আমাকে করতেই হবে। তবে আমি ঠিক এই সুযোগটাকে কাজে লাগালাম।

—কিন্তু আপনার এত বেশী টাকার প্রয়োজন হল কেন ?

—তাহলে অনেক কথাই বলতে হয় দীপকবাবু—আমি একটা পলিটিক্যাল পার্টিতে থাকতাম। বাবা এ বিষয়ে আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। কিন্তু টাকার ব্যাপারে তিনি তেমন মুক্তহস্ত ছিলেন না। আমাদের একটা নতুন পলিটিক্যাল মুভ নেবার ব্যাপারে আমি দুশো টাকা সাহায্য করবার প্রতিশ্রুত হই।

কিন্তু বাবা আমাকে একশো টাকাও দিতে রাজি হলেন না। তখন আমি রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে কয়েকদিন এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম বাবা আমার অভিমান ভেঙে দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু তা যখন হল না তখন আমি নতুন কোন আশ্রয় না পেয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে।

—আপনার সে অদ্ভুত যন্ত্রটি কোথায় পেলেন ?

—সেটি বাবার গোপন সেল্‌ফে ছিল। বাবার অনুপস্থিতিতে তাঁর সিন্দুক থেকে টাকা সরাবার মানসে আমি সেটা সরিয়ে ফেলি।

—তাহলে আপনি ভেতরে ঢুকে সিন্দুক থেকে হীরেটা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে আসেন ?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন।

—আপনার বাবার মৃত্যুর বিষয়ে জানাজানি হল তার কতক্ষণ পরে ?

—আমি ছুটে গিয়ে বরদাকে বললাম যে, বাবার ঘর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছি। ভয় পেয়ে বাবার নাম ধরে ডেকেও কোন সাড়াশব্দ পাই নি। তারপর সকলে ছুটে এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল।

—কিন্তু পিছনের দরজার কথা কেউ ভেবে দেখেন নি কেন ?

—কারণ সেটাও বন্ধ ছিল বলে কেউ ধারণা করতে পারে নি যে, এটা খুনের কেস হতে পারে।

—কিন্তু একটা কথা অমলবাবু। আপনার আগে একজন লোক রায়বাহাদুরকে খুন করে পালাল কোন্ পথে ?

—তা অবশ্য আমি বুঝতে পারছি না।

—আর একটি কথা—হীরেটা এখন কোথায় ?

—আমি সেটা আমার ঘরের দেরাজে এনে লুকিয়ে রাখি। আজ সকাল থেকে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।

—খুঁজে পাচ্ছেন না ?

—না। তন্ন তন্ন করে সব খুঁজলাম। কিন্তু সেটা যেন কর্পূর হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—কিন্তু আপনার এ কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না।

—তা আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস করুন যা সত্য তাই আপনাকে সব খুলে বললাম!

—নাথিং মোর?

—না, আর কিছু আমার বলবার নেই।

দীপক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে,—দেখা যাক, এর পর কত দূর কী করতে পারি। হীরে চোর আর খুনী যে একই লোক, তা আমি আগে আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু প্রথমবারের হীরে চোর যে আপনি তা বুঝতে পারি নি।

—আর দ্বিতীয় হীরে চোর?

—তাকে খুঁজে বের করতেও আমার খুব বেশী দেরি হবে না, অমলবাবু। হি উইল বিকট্ রেড-হ্যাণ্ডেড্। আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি অমলবাবু। আশা করি সত্য উত্তর দেবেন।

—বলুন।

—খুনী বলে এ বাড়ির কাউকে আপনার সন্দেহ হয়।

—সঠিক করে বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয় এ বাড়িরই কেউ এই খুনের সঙ্গে জড়িত।

—আপনাকে আর একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে?

—বলুন।

—হত্যাকারী ধরা না পড়া পর্যন্ত আপনার সাহায্য দরকার হলে আপনি আমাকে সে সাহায্য করবেন।

—করব।

দীপক আর কথা বলে না, নীরবে কী যেন চিন্তা করে।

www.boiRboi.blogspot.com

তেরো

চায়ের টেবিলে সকলকেই পাওয়া গেল—এক বিশ্বম্ভরবাবু ছাড়া। শোনা গেল, তিনি গেছেন অ্যাটর্নী মিঃ চ্যাটার্জীর সাথে কোন জরুরী বিষয় আলোচনা করতে।

সকলেই দীপককে অভ্যর্থনা জানায়।

হ্যাপি বলে,—দীপকবাবু, এদিকের খবর শুনেছেন তো?

—খবর?

—হ্যাঁ, বড়বউদির ঘরে একটা কাঁচের সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে।

—কোথায় সেটা? এখনি সেটা নিয়ে আসুন। ওটি ভালো করে কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে। আমার মনে হয় ওতে বিষ পাওয়া যাবে।

মিঃ তালুকদার বলেন,—ওটা বিশ্বম্ভরবাবুর ঘরে গেল কেমন করে?

দীপক মৃদু হেসে বলে,—খুনী মাঝে মাঝে বড্ড কাঁচা কাজ করে ফেলেছে।

—কেন বলুন তো?

—খুনী ভেবেছে ওটা বিশ্বম্ভরবাবুর ঘরে রেখে তার ওপর আমাদের নজর আকর্ষণ করবে।

—কেন, তা কি সম্ভব নয়?

—আদৌ নয়।

—কেন?

—বিশ্বম্ভরবাবু সত্যি খুনী হলে বোকার মত সিরিঞ্জটা নিজের ঘরের মেঝেয় ফেলে রাখতেন না।

—তাও তো বটে।

www.boiRboi.blogspot.com

—আসলে এটা হচ্ছে খুনীর বড় রকমের একটা ধাপ্পা।

এমন সময় হ্যাপি সিরিঞ্জটা নিয়ে ফিরে আসে। দীপকের হাতে সেটা তুলে দিয়ে বলে,—আপনার সাথে আমার একটা গোপন কথা আছে দীপকবাবু।

…এদিকের খবর শুনেছেন তো? [পৃষ্ঠা ২৪

—বেশ চলুন ওপাশের ফাঁকাটায় যাই। মিস্টার তালুকদার আমি এক্ষুনি ফিরছি।

বাগানে দুজনে পাশাপাশি বসে।

হ্যাপি প্রথমে কথা শুরু করে,—আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে দীপকবাবু। আমার মনে হয় ছোড়দাই বাবাকে খুন করেছে।

—আপনার এ সন্দেহের কারণ?

—যেদিন বাবা মারা যান সেদিন ছোড়দাকে আমি বাবার ঘরে সন্দেহ-জনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলাম। তাকে সেদিন কেমন উত্তেজিত বলে মনে হয়েছিল।

—আচ্ছা, উইল অনুযায়ী উনি যে সম্পত্তি পাচ্ছেন, তা কি উনি জানতেন?

—তা ঠিক করে বলতে পারি না। তবে জানাও কিছু অসম্ভব নয়। আর তখন ছোড়দা টাকার জন্যে যেরকম ডেসপারেট্ হয়ে পড়েছিল তখন তার হীরে চুরি করাও কিছু অসম্ভব নয়।

—কিন্তু তা থেকেই মনে হয় না উনি রায়বাহাদুরকে হত্যা করেছেন। আর তা ছাড়া হীরেচোর আর খুনী যে এক ব্যক্তি নয় তা আমরা জানতে পেরেছি। আপনার আর কিছু বলবার আছে?

—না।

হ্যাপির কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিলেও মনের মধ্যে একটা কথা খচখচ করতে লাগল।

ঘটনাচক্রে যা দাঁড়াচ্ছে তা আসল অপরাধী এই বাড়ির মধ্যেই কেউ। কিন্তু সে কে?

সবকিছু ঘটনার জট্ দীপকের মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল করে দেয়।

www.boiRboi.blogspot.com

স্যাপিকে চায়ের টেবিলে পাঠিয়ে দীপক আপন মনেই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা গাছের পাশ দিয়ে যেতেই হঠাৎ শিকড়ে পা বেধে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

—এক ঝলক আগুনের স্রোত বয়ে গেল। [পৃষ্ঠা ৫৮

এভাবে পড়বার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার উপর দিয়ে যেন এক ঝলক আগুনের স্রোত বয়ে গেল।

একটা অজানা হাতের পিস্তলের গর্জন শোনা গেল—গুড়ুম!

দীপক নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। আচমকা পা পিছলে পড়ে না গেলে সে এ যাত্রা রক্ষা পেত কিনা সন্দেহ।

দীপক পকেট থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে সামনের ঝোপটার দিকে তুলে ধরে ফায়ার করল।

প্রচণ্ড শব্দ!

দীপক সামনের ঝোপের ভিতর ঢুকে নাক বরাবর ছুটতে লাগল।

ঝোপ-ঝাড়, বন-বাদাড় পেরিয়ে সে ছুটল। বহুদূরে দেখা গেল একটা দেহ একটি পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

বাড়ির সকলেই সেখানে এসেছিল।

মিঃ তালুকদার চিৎকার করে উঠলেন,—কী ব্যাপার, মিস্টার চ্যাটার্জী?

—ব্যাপার সামান্যই।—দীপক হাসতে হাসতে বলে,—আর একটু হলেই পৃথিবীর মায়া কাটাচ্ছিলাম আর কি! নেহাত গাছের শিকড়ে বেধে পড়ে গিয়েই…

—কিন্তু কে সে?

—হাতেনাতে না ধরলে বলা যাচ্ছে না। তবে অনুমান একটা করেছি এবং কথা দিচ্ছি বেঁচে থাকলে অর্থাৎ শত্রুর গুলিতে প্রাণ না দিলে আজই এ রহস্যের কিনারা করব।

—ধন্যবাদ!

সকলে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

দীপক অমলের দিকে চেয়ে বলে,—আজ রাতে আমি আপনাদের বাড়িতেই থাকব এতে আপনাদের কারও কোন আপত্তি নেই তো—

—না না, এখনি আমরা আপনার থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

www.boiRboi.blogspot.com

চোদ্দ

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ ছিল ঘনঘটাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছিল অঝোরে।

চিন্তাযুক্ত দীপক চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাড়ির চারপাশে। সে বিনা কারণে ঘুরছিল না। সে হত্যাকারীর পায়ের ছাপ পাবার আশা করছিল।

কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয় না। ভিজে ঘাসের উপর পায়ের ছাপ তেমন ভালো ভাবে ওঠে না।

দীপক আপন মনেই চিন্তায় তলিয়ে গিয়েছিল, এমন সময় যেন কোথেকে ফিসফিস শব্দ শুনতে পায়। দুজন লোক বোধহয় ঝোপের ভিতর দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে কী বিষয়ে আলোচনা করছিল।

কে এরা দুজন? কী বিষয়ে আলোচনা করছে? দীপক উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

একজন বলে,—আগে থেকে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তা যখন হয় নি তখন মিথ্যে চিন্তে করে লাভ কী?

অন্যজন বলে,—হীরেটা নেবার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না।

—এটার দাম কত জান?

—দাম যতই থাক—কিন্তু বিক্রি করা তো এখন মহা মুশকিল।

—তা তো বটেই কিন্তু এটা এখন রাখি কোথা?

—ও আলোচনা পরে করা যাবে। এখন এদিকের কী করা যাবে? দীপক চ্যাটার্জীকে তো শেষ করতে পারলাম না। এত তাড়াতাড়ি একটা অ্যাটেম্পট নেওয়াই আমাদের ভুল হয়েছে।

—কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। ও আমাদের বিষয়ে কতটা জানতে পেরেছে?

www.boiRboi.blogspot.com

—যতটাই পারুক আমাদের বিপদে ফেলবার মত কিছুই সংগ্রহ করতে পারে নি।

—বোধহয় তা পারবেও না কোনদিন।

কথা শেষ হয়।

দীপক ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঝোপের মধ্যে দিয়ে এরা সন্তর্পণে সরে যায়, দীপক এদের দেখতে পায় না।

এতক্ষণে দীপকের সন্দেহ দূর হয়। হত্যাকারী আর দ্বিতীয় হীরেচোর একই লোক।

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হীরার কোন সন্ধান মেলে না।

অবশেষে দীপক এসে দাঁড়ায় লাইব্রেরি ঘরে। অজস্র বই সাজানো রয়েছে বড় বড় আলমারিতে। দালানের গায়ে পাশাপাশি লাগানো বড় বড় আলমারিগুলো।

দীপক জানে এখানে হয়ত সে হীরেটা খুঁজে পাবে না। কিন্তু তবুও ঘণ্টা তিন চার ধরে সমস্ত আলমারি সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

বিমল, নিরুপমা, অমল, হ্যাপি ইত্যাদি সকলেই দীপকের কাজ দেখে অবাক হয়ে যায়।

হ্যাপি বলে,—দীপকবাবু যে হীরেটা নিয়েই মেতে উঠলেন বলে মনে হচ্ছে।

দীপক বলল,—হীরেটা হস্তান্তরিত না হলে হয়ত এতটা চিন্তিত হতাম না আমি। কিন্তু—

—হীরে হস্তান্তরের সঙ্গে বাবার মৃত্যুর কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। আমার মনে হয় চোরের উপর দ্বিতীয়বার বাটপাড়ি যে করেছে সেই প্রকৃত হীরেচোর।

www.boiRboi.blogspot.com

—আপনার ধারণার কারণ ?

—কারণ কিছুই নেই। তবে অনেকটা ইন্‌ট্যুইশান বলতে পারেন। পৃথিবীর অনেক বড় বড় মিস্ট্রি সল্‌ভ্‌ হওয়ার মূলে রয়েছে ওই ইন্‌ট্যুইশান বা অনুভবশক্তি।

—তা আমিও জানি। কিন্তু অপরাধতত্ত্বের ব্যাপারেও যে ইন্‌ট্যুইশানের দাম আছে তা সত্যই জানতাম না দীপকবাবু।

দীপক কোন কথা বলে না। তাকে কেমন যেন গম্ভীর বলে মনে হয়। কিন্তু তার এই গাম্ভীর্যের আড়ালে যে অন্য কোনও চিন্তা তার মনে খেলা করছিল, তা বেশ ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন মিঃ তালুকদার।

লাইব্রেরি ঘরে খোঁজাখুঁজি করে দীপক বলল,—আর হীরেটা পাবার আশা করা দুরাশা। এখন যে সামান্য সার্চ বাকী আছে তা খাবার পরই শেষ করা যাবে।

খাওয়াদাওয়া সেরে দীপক গেল শোবার ঘরে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে চুপচাপ সময় কাটাবার ছেলে দীপক চ্যাটার্জী নয়।

গভীর রাত্রি।

বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণী নিথর নিদ্রার কোলে নিঃশব্দে ঢলে পড়েছে।

প্রত্যেকটি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কারও কোন চিন্তা বা উদ্বেগ নেই যেন।

একটি মানুষ কিন্তু এই ঘুমের রাজ্যের মধ্যে থেকেও অনেক চিন্তা বুকে নিয়ে কাটিয়ে চলেছে রাত্রির প্রহর।

চং চং……

রাত দুটো বেজে গেল। দূর থেকে কোন একটা ঘড়িতে শব্দ তুলে জানিয়ে দিল সঠিক সময়।

লাইব্রেরি ঘরের একটা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা লোক যেন ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে।

www.boiRboi.blogspot.com

একজন লোক যেন ধীরে ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে না। ছায়ামূর্তিটিকে দেখা গেল লাইব্রেরির সামনে।

অতি সন্তর্পণে, পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে লোকটি প্রবেশ করল লাইব্রেরি ঘরে।

তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সব সময় একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠছে যেন।

এক মিনিট……

লোকটা একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কী একটা জিনিস বইগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রাখছে।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। একবার ভালো করে দেখে নিল, শরীরের সঙ্গে সংলগ্ন রিভলভারটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা।

না, আর কোন চিন্তা নেই তার। রিভলভারটি স্থানচ্যুত হবার কোনও আশঙ্কা নেই আর। এবার সে সেটা হাতে নিয়ে এক লাফে ঘরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এসে দাঁড়াল।

—হ্যাণ্ডস্ আপ্ মাই ফ্রেণ্ড—তোমার লীলাখেলা আজ শেষ।

—কে? ছায়ামূর্তি নড়ে উঠল।

—উহু এতটুকু নড়বার চেষ্টা করলে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে মনে রেখো। ছায়ামূর্তি কী যেন ভাবে। তারপর নিজেই সুইচ টিপে আলোটা জ্বালে, বলে ওঠে—একি দীপকবাবু, আপনি হঠাৎ কী মনে করে?

দীপক দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রায়বাহাদুরের দূরসম্পর্কের ভাইপো বিমল।

www.boiRboi.blogspot.com

পনের

গোলমালের শব্দে বহু লোক এসে ঘরের মধ্যে জড়ো হয়েছিল। দীপক সকলের দিকে ভালো করে চেয়ে বলে,—আপনারা সকলে চলে যান এখান থেকে। আমার সাথে মিস্টার তালুকদারের একটু বিশেষ কথা আছে।

কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

প্রত্যেকেই আপন আপন ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

দীপক ধীরে মিঃ তালুকদারকে বলে,—মিস্টার তালুকদার, এই নিন আপনার আসামী—রায়বাহাদুরের হত্যাকারী। অমলবাবু যে হীরা চুরি করেছিল তাও আবার তার হাত থেকে হস্তান্তরিত হয়েছিল। তার জন্যও দায়ী এই ব্যক্তি।

—কিন্তু এ কে?

—ইনিই হচ্ছেন আপনাদের স্বনামধন্য, ত্রাস সৃষ্টিকারী দস্যু প্রলয়।

—দস্যু প্রলয়!

—হ্যাঁ। তার নাম শোনেন নি? কিছুদিন আগে যার কীর্তিকলাপ খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে বড় বড় হরফে অলংকৃত করেছিল—

—মনে পড়েছে বটে।

—ইনিই সেই দস্যু। আর বিমল হল ওর ছদ্মনাম।

—থ্যাঙ্ক ইউ। সত্যিই আপনার ক্ষমতা আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে মিস্টার চ্যাটার্জী।

পরদিন সকাল।

ড্রইংরুমে সকলে জড়ো হয়েছিল দীপকের কাছ থেকে কাহিনীটা সম্পূর্ণ শোনবার জন্যে।

দীপক ধীরে ধীরে শুরু করে:

দস্যু প্রলয় হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে। আসল ভাগনে আর ভাগনে-বউ বর্তমানে বর্মাতেই আছেন। কিন্তু এরা এমন অভিনয় করেছিল যে, কেউ সন্দেহ মাত্র করতে পারে নি।

www.boiRboi.blogspot.com

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে রায়বাহাদুর এদের সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। তাই তাঁকে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।

হ্যাপি এবার বলে,—দীপকবাবু, ওর স্ত্রীটিও কি দস্যু ?

—না, ভাড়াকরা মেয়েছেলে। ওর খুব বেশী শাস্তি হবে না।

এমন সময় হঠাৎ ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে ওঠে।

—হ্যালো কে কথা বলছেন ?

—লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টার্স থেকে…

—কি ব্যাপার ?

দস্যু প্রলয় পালিয়েছে। হঠাৎ কাভাবে যে তালা খুলে পালাল তা বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত তাদের দলের কেউ তাকে রেসকিউ করে নিয়ে গেছে।

দীপক হেসে বলে,—পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে তার লোক আছে কিনা তাই বা কে জানে।

রিসিভার নামিয়ে রাখে দীপক।

মনে মনে ভাবে—সত্যিই কি জাদু জানে এই দস্যু প্রলয় ?

এমন সময় একখানা প্রজাপতি আঁকা চিঠি তার সামনে এসে পড়ে।

তাতে লেখা :

প্রিয় ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী—

আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি আবার। কিন্তু আপনার সাথে আমার আবার দেখা হবে। প্রলয়ংকর রূপ নিয়েই এবার আবির্ভূত হব। দেখব কার বুদ্ধি বড়।

আর একটা কথা বিশ্বাস করবেন তো যে, আমার লোক সর্বত্র। জেলের গারদেও আমাকে আটকে রাখা যায় না।

যাক আজকের মত এখানেই শেষ করছি। কার্যক্ষেত্রে আবার দেখা হবে। ইতি—

দস্যু প্রলয়।

—শেষ—

www.boiRboi.blogspot.com

বিশ্ব-চক্র সিরিজ

স্বপনকুমারের ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা—প্রত্যেকখানির মূল্য দুই টাকা।

১। অদৃশ্য সংকেত ২। দুরাত্মার ছল ৩। ভ্রান্তপথের শেষে ৪। চলন্ত ছায়া ৫। হিংসার অন্ধকার ৬। অব্যর্থ সন্ধান ৭। বিষাক্ত হাসি ৮। মিথ্যা চমক ৯। চায়না লজ ১০। বিজয়িনী তন্দ্রা ১১। শ্বেতপদ্ম ১২। অদৃষ্টের পরিহাস ১৩। পৃথিবী থেকে দূরে ১৪। হারানো ডায়েরী ১৯। বিকেল ছটার শোতে ২০। বিফল স্বপ্ন ২১। বাগানবাড়ি ২২। প্রবালপুরী ২৩। জীবন-মৃত্যু ২৪। পরপারের পথিক ২৫। জমাট অশ্রু ২৬। পরাজয়ের গ্লানি ২৭। আলো-আঁধার ২৮। তিন বন্ধু ২৯। ছায়ার আর্তনাদ ৩০। রাঙ্গাজবা ৩১। এক পেয়ালা চা ৩২। বেনামী চিঠি ৩৩। রত্নমালার কাহিনী ৩৪। ঝড়ের সংকেত ৩৫। জবানবন্দী ৩৬। ব্যর্থ অভিযান ৩৭। হারানো মাণিক ৩৮। অদৃশ্য বন্ধু ৩৯। হরতনের নওলা ৪০। গৃহপ্রবেশ ৪১। জোয়ার ভাটা ৪২। বেআইনী দখল ৪৩। রূপমহল ৪৪। পরশ পাথর ৪৫। চোখের ভুলে ৪৬। চারশো বিশ ৪৭। রঙিন সুতো ৪৮। বিষকন্যা ৪৯। শুধু দুটি হাত ৫০। সন্ধ্যামালতী ৫১। বন্দী বাসুকী ৫২। শেষ রাতের কাহিনী ৫৩। বলয়গ্রাস ৫৪। মায়াকানন ৫৫। ছন্দহারা ৫৬। ছদ্মবেশী ৫৭। তেরো নম্বর বাড়ী ৫৮। বন্দিনী বিশাখা ৫৯। একটি চোখের রহস্য ৬০। মুখার্জী ভিলা ৬১। চীনের পুতুল ৬২। কালো মুখোশ ৬৩। গ্রীন ড্রাগন ৬৪। নাইট ক্লাব ৬৫। সোনার হরিণ ৬৬। তিন নম্বর ফ্ল্যাট ৬৭। ঘূর্ণি হাওয়া ৬৮। বিষের বাঁশী ৬৯। ভাড়াটে বাড়ি ৭০। ঘুম ভাঙা রাত ৭১। শেষ অঙ্ক ৭২। লাল কুঠী ৭৩। নিশি মালঞ্চ ৭৪। পাগল হাওয়া ৭৫। ঝরা বকুল বাংলো ৮০। কাঁটা ও কমল ৮১। প্রলয়ের আলো ৮২। জীবন দোলা ৮৩। শ্রাবণী ৭৬। চৈত্রের পলাশ ৭৭। সাগর বেলায় ৭৮। আর্ণবিক রশ্মি ৭৯। পাহাড়তলীর সন্ধ্যা ৮৪। সীমান্ত ষড়যন্ত্র ৮৫। রক্তকরবী ৮৬। অদৃশ্য পথরেখা ৮৭। অজয়গড়ের রহস্য ৮৮। পলাতক আসামী ৮৯। আঁধার রাতের পথিক ৯০। আঁধার রাতে আর্তনাদ ৯১। রহস্যময় নিশাচর ৯২। গহন রাতের অট্টহাসি ৯৩। রুইতনের টেক্কা ৯৪। ময়দানের রহস্য ৯৫। জিরো নাইন নাইন ৯৬। ভ্রমরের কান্না ৯৭। অক্টোপাশের অট্টহাসি ৯৮। চক্রান্তের বিভীষিকা ৯৯। নাগিনী কন্যা ১০০। নীল পাথরের চোখ।